NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ ৭৬.৪ ওভারে নেই ১৭ উইকেট, দুই দল মিলিয়ে রাম মাত্র ২১৭

ব্যর্থ প্রযুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভুল সিদ্ধান্তের শিকার রাহুল ৮

কলকাতা ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.11.2024, Vol.18, Issue No. 162, 8 Pages, Price 3.00

সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক

থাকবেন মমতা-অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডাকলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে থাকবেন দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আগামী সোমবার, ২৫ নভেম্বর কালীঘাটে মমতার বাড়িতে ওই বৈঠক হবে। দলের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওই বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ। অন্যদিকে, আগামী সোমবার থেকেই রাজ্য বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। লোকসভার অধিবেশনও শুরু হবে সোমবার থেকে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিবেশনে দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের ভূমিকা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশও ওই বৈঠকে দিতে পারেন মমতা।

সোমবার বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলেও প্রথম দিন সাধারণত শোকপ্রস্তাব পাঠ ছাড়া তেমন কিছু হয় না। ওই দিন বিকেলেই জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকেছেন দলনেত্রী। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ শীর্ষ স্তরের নেতারা সোমবার কালীঘাটে উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূলে বহু 'প্রতীক্ষিত' সাংগঠনিক রদবদল এখনও বাকি। ওই বৈঠকের পরেই সেই রদবদলে সিলমোহর পড়ে যেতে পারে দলের একাংশের মত। দলীয় সূত্রে খবর, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে অভিষেক ইতিমধ্যেই রদবদলের একটি তালিকা প্রস্তাব আকারে মমতার কাছে জমা দিয়েছেন। সোমবারের বৈঠকের পরে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মমতা। বৈঠকেও তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

লোকসভা এবং বিধানসভা, উভয় ক্ষেত্রেই শীতকালীন অধিবেশনে আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে চলেছে ওয়াকফ বিল প্রসঙ্গ। যা নিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই সভা উত্তাল হতে পারে। তৃতীয় মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেই ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনে সংসদে, যা লোকসভায় পেশ হওয়ার পরেই পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠান স্পিকার ওম বিড়লা। শীতকালীন অধিবেশন শুরুর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ওই রিপোর্ট সংসদে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু কমিটিতে থাকা বিরোধীদের দাবি, বিলের একাধিক বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে ওই কমিটির আরও বৈঠক দরকার। ফলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হলেই যে ওয়াকফ বিল নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়বে, তা অনুমেয়। আবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়াকফ বিল আনার ভাবনাচিন্তা রয়েছে শাসক শিবিরের। বিরোধীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কী ভাবে আলোচনা চলবে, লোকসভায় ওয়াকফ প্রসঙ্গে তৃণমূলের অবস্থান কী হবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাংসদ এবং বিধায়কদের সোমবারের বৈঠকে নির্দেশ দিতে পারেন মমতা। আলোচনার মাধ্যমে এই বৈঠকে স্থির করা হতে পারে রণকৌশল। এমনটাই জানা গিয়েছে তৃণমূল সূত্রে।

আরজি করের মর্গে মত্ত ডোমেদের মধ্যে বিবাদ

মধ্যরাতে হাতাহাতি, ভাঙল কম্পিউটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের খবরে আরজি কর হাসপাতাল। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে আবার মধ্যরাতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের মর্গে কয়েক জন ডোমের মধ্যে বচসা বাধে। পরে তা হাতাহাতিতে পৌঁছয়। দুই পক্ষের সংঘর্ষে হাসপাতালের কম্পিউটার-সহ বেশ কিছু জিনিস ভাঙা হয় বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের মর্গে কয়েক জন ডোম ছিলেন। সে সময় অন্য এক জন আসেন সেখানে। অভিযোগ, মর্গে এসে তিনি নিজেকে 'আন্তর্জাতিক ডোম' বলে দাবি করেন। সেখানে কাজ করবেন বলে জানাতেই শুরু হয় ঝামেলা। অন্য ডোমেরা আপত্তি তোলেন। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যায়। ডোমেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেন বলে অভিযোগ। ঝামেলার মাঝেই মর্গ এবং হাসপাতালের কম্পিউটার ভাঙা হয়। এমনকি, হাসপাতালের অন্যান্য সরকারি সম্পত্তিও ভাঙচুর করেন ডোমেরা। ঘটনার সময় অভিযুক্তেরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলেও অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় আরজি করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। একই সঙ্গে টালা থানাতেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। কী ঘটেছিল, ঘটনার সূত্রপাত কী ভাবে; সব কিছুই খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকেরা। হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁরা ঘটনার অভিযোগ পেয়েছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

গত ১৪ অগস্ট রাতে একদল লোক আরজি করে ঢুকে ভাঙচুর চালান। সেই ঘটনার পরই আরজি করের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে কী ভাবে বৃহস্পতিবার রাতে আবার আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল।

ডুবল জেলেদের নৌকো

পানাজি, ২২ নভেম্বর: গোয়া উপকূলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নৌসেনার ডুবোজাহাজের ধাক্কায় ডুবল মৎস্যজীবীদের নৌকো। দুর্ঘটনার সময় নৌকোয় ছিলেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। তাঁদের মধ্য থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ২ জনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের সন্ধানে জোরকদমে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার গোয়া উপকূল থেকে প্রায় ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে সমুদ্রে মারথোমা নামে এক নৌকায় মাছ ধরছিলেন মৎস্যজীবীরা। তখনই ডুবোজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে নৌকোটির। জোরালো ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় জেলেদের নৌকো। উত্তাল সমুদ্রে পড়ে যান মৎস্যজীবীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে নামে নৌসেনা। ১১ জনকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়।

আজ উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ। রাজ্যের ৬ কেন্দ্রের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডেরও উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশ হতে চলেছে আজ। ফলপ্রকাশের আগে দড়ি টানাটানি মহা বিকাশ আঘাড়ি এবং মহাজুটি দুই শিবিরেই। 'আমাদের নেতাই হবেন মুখ্যমন্ত্রী', বলছেন ৫ দলের নেতা। শোনা যাচ্ছে, ভোটের পর কুরসির জন্য প্রয়োজনে শিবির বদলাতেও রাজি একাধিক দল। অতএব, ফলপ্রকাশের পর মহারাষ্ট্রে 'নয়া খেলা'র সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ কেজরিই

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: দিল্লি বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার দলের কেন্দ্রীয় কোর কমিটির বৈঠক শেষে আপের তরফে ১১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী যে কেজরিই, এদিন তাও স্পষ্ট করা হয়।

নাবালিকাকে গণধর্ষণ

অশোকনগর, ২২ নভেম্বর: নাবালিকাকে মদ্যপান করিয়ে প্রেমিক-সহ তার তিন বন্ধু মিলে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেপ্তার প্রেমিক -সহ তিন অভিযুক্ত। স্থানীয় কাউন্সিলরের বাড়ির ৩০ মিটারের মধ্যে স্কুল ক্যাম্পাসে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তার দুই নাবালক যুবক-সহ তিন অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে অশোকনগরে।

-বিস্তারিত জেলার পাতায়

মন্দারমণির হোটেল ভাঙার নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্দারমণির 'অবৈধ' হোটেল বা লজ কোনওটাই আপাতত ভাঙা যাবে না। শুক্রবার এমন নির্দেশই দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত ১১ নভেম্বর মন্দারমণির 'অবৈধ' হোটেল-লজগুলি ভেঙে ফেলার যে নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন, তাতেই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। বিচারপতির নির্দেশ আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই স্থগিতাদেশ থাকবে। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসককে রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। ১০ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'অবৈধ' হোটেল ভাঙার বিষয়টি নিয়ে আগেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। মন্দারমণি এবং সংলগ্ন এলাকার সৈকতে যে হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন, তা কার্যত নবান্নকে অন্ধকারে রেখেই করা হয়েছে বলে জানিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কোনওরকম বুলডোজার চলবে না বাংলায়। এ বার কলকাতা হাইকোর্ট 'অবৈধ' হোটেল ভাঙায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল।

গত ১১ নভেম্বর সিআরজেড (কোস্টাল রেগুলেটেড জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি)-এর জেলা কমিটির তরফে মন্দারমণি এবং সংলগ্ন আরও চারটি মৌজায় ১৪৪টি হোটেল, লজ, রিসর্ট এবং হোম স্টে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০ নভেম্বরে মধ্যে ওই সব বেআইনি নির্মাণ ভেঙে জায়গা পরিষ্কার করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। প্রশাসন সূত্রে খবর, ২০২২ সালে এই বেআইনি হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। কারণ, হোটেলগুলি উপকূল বিধি না-মেনেই গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে শুধু দাদনপাত্রবাড়েই রয়েছে ৫০টি হোটেল, সংলগ্ন সোনামুইয়ে ৩৬টি, সিলামপুরে ২৭টি, মন্দারমণিতে ৩০টি হোটেল এবং দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর মৌজায় একটি লজ রয়েছে। এ সবই ভাঙা পড়ার কথা।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই গত ১১ নভেম্বর হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মন্দারমণি হোটেল অ্যাসোসিয়েশন। মামলাকারীদের হয়ে সওয়াল করেছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলাতেই বিচারপতি সিংহ জানিয়েছেন, আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মন্দারমণির হোটেলগুলি ভাঙা যাবে না। তার আগে জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রিল বানাতে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল বন্ধুই

মালদহে স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার নাবালক বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেশি সেভেন এমএম পিস্তল দিয়ে রিল বানাচ্ছিল দুই বন্ধু। সেই পিস্তলের গুলিই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের মাথা ফুঁড়ে দিয়েছে। মালদহের ঘটনায় নিহত নাবালকের সেই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দেশি সেভেন এমএম পিস্তল দিয়ে রিল বানাচ্ছিল দুই বন্ধু। সেই পিস্তলের গুলিই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের মাথা ফুঁড়ে দিয়েছে। মালদহের ঘটনায় নিহত নাবালকের সেই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সাফি আলি। সে-ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

বৃহস্পতিবার বেলার দিকে মালদহের কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকার বাড়ির ছাদ থেকে শামিউল ইসলামের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। দেহের পাশেই পড়ে ছিল সেভেন এমএম পিস্তলটি। ওই ঘটনার পরেই নিহতের বাবা রাজিকুল ইসলাম কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার তদন্তে নেমে শামিউলের বন্ধু সাফিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছিল। বাড়ির ছাদে উঠে রিল বানাচ্ছিল শাফিউল এবং সাফি। সাফির হাতে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ছিল। সেই পিস্তল দিয়ে ভিডিয়ো বানাতে গিয়েই ঘটনাটি ঘটে।

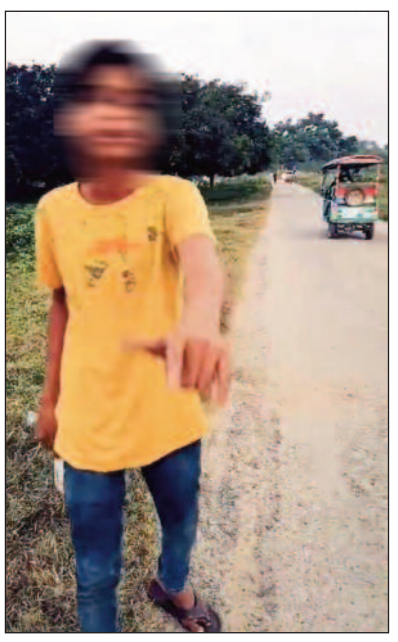

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে নেমে শামিউলের ফোনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেই ফোন থেকেই দুই বন্ধুর রিলস বানানোর বিষয়টি জানা যায়। এর পরেই গ্রেপ্তার করা হয় সাফিকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে সেভেন এমএম পিস্তল ছাড়াও রক্তের দাগ লেগে থাকা কালো-নীল রঙের একটি কম্বল, গোলাপি রঙের একটি বিছানার চাদর উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে কালিয়াচকে গুলিবিদ্ধ ছাত্রের দেহ উদ্ধারের পর শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দোষারোপের পালা শুরু হয়েছে। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, শাসকদলের মদতে অল্প বয়সীদের হাতে বেআইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র চলে যাচ্ছে। সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই ছাত্র খুনের ঘটনায় সকলের টনক নড়িয়ে দিয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, যে ঘটনাটি ঘটেছে তা নিন্দনীয়। কিন্তু অপরাধীদের এই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো অপরাধ ঘটলে পুলিশকে কড়া হাতে দমন করতে দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে এরাজ্যের সাথে বিজেপি রাজ্যের পার্থক্য।

ফের কম্পালসরি ওয়েটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষকে 'কম্পালসরি ওয়েটিং'- এ পাঠানো হল। শুক্রবার এই মর্মে ভবানী ভবন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে শনিবারই পার্থকে রিপোর্ট করতে হবে ভবানী ভবনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তার পর এর আগে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বারাবনি থানার সাব ইনস্পেক্টর মনোরঞ্জন মণ্ডলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে পুলিশ। এ বার কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পদক্ষেপ করা হল আর এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, প্রত্যর্পণ-বার্তা দিতে পারে আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর: আমেরিকার আদালতে 'প্রমাণ-সহ অভিযোগপত্র' (ইনডিক্টমেন্ট) জমা পড়েছে বৃহস্পতিবার। ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে গৌতম আদানি এবং তাঁর ভাইপো সাগরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির খবরও প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। তার জেরে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ' শিল্পপতি এবং তাঁর সহযোগীদের'ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা।

এই পরিস্থিতিতে অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রেয়ন পিস আদালতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির জন্য সক্রিয় হতে পারেন বলে আইনজীবীদের একাংশের ধারণা। আমেরিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী রবি বাত্রা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরে সক্রিয় হতে পারেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রেয়ন।' আমেরিকার আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক গৌতম,

সাগরদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরের দায়িত্ব 'বিদেশ বিষয়ক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র। তাদের দায়িত্ব হস্তান্তরের ভার অ্যাটর্নি জেনারেলের।

আমেরিকার কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই সেই দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিসট্রিক্ট আদালতের সরকারি কৌঁসুলিরা। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আদানির প্রত্যর্পণের জন্য আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের দ্বারস্থ হতে পারে 'বিদেশ বিষয়ক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'। প্রসঙ্গত, বুধবার আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) এবং ন্যায়বিচার দপ্তর গৌতম, তাঁর ভাইপো সাগর এবং তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে, তাঁরা ২৬.৫ কোটি ডলার বা (প্রায় ২২৩৭ কোটি টাকা) ঘুষ দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারের থেকে বেশি দামে সৌরবিদ্যুৎ বেচার বরাত আদায় করেছিলেন। আদানিদের এর থেকে ২০ বছর ধরে ২০০ কোটি ডলার (প্রায় ১৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা) মুনাফা করার পরিকল্পনা ছিল।

ঘুষ দিয়ে বরাত আদায়ের তথ্য গোপন রেখে এই প্রকল্পের জন্য আদানি গ্রিন সংস্থা ঋণপত্রের (বন্ড) মাধ্যমে লগ্নিকারীদের থেকে ৭৫ কোটি ডলার (প্রায় ৬৩৩৮ কোটি টাকা) ঘরে তুলেছিল। এর মধ্যে আমেরিকার লগ্নিকারীদের থেকে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার তোলা হয়েছিল। তাঁরা আমেরিকার সহযোগী সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সে দেশের লগ্নিকারীদের থেকে টাকা তুলছিলেন। অন্য দিকে, সেই টাকায় ঘুষ দিচ্ছিলেন। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধি অনুযায়ী কোনও সংস্থা আমেরিকার শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে তাঁরা সে দেশের সমস্ত আইন মেনে চলতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে আদানিরা ঘুষের টাকার একাংশ আমেরিকার বাজার থেকে সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ, যা বেআইনি। ফলে দায়ের হয়েছে মামলা। তবে বৃহস্পতিবার আদানি গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যদিও এই অভিযোগের জেরে আদানি গ্রিন এনার্জিকে আমেরিকার ডলার বন্ড থেকে ৬০ কোটি ডলার (প্রায় ৫০৭০ কোটি টাকা) লগ্নি সংগ্রহের কর্মসূচি বাতিল করতে হয়েছে।

আপাতত বন্ধ আলু রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকে আড়ালে রেখেই হু হু করে আলু রপ্তানি হচ্ছিল ভিনরাজ্যে। যার জেরে দাম বাড়ছে এ রাজ্যের বাজারে। এই অভিযোগ পেতেই মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে আলু রপ্তানি নিয়ে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁকে না জানিয়ে আলু রপ্তানি হচ্ছে। তাতে রাশ টানতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন টাস্ক ফোর্সকে। আর তাঁর নির্দেশ পেয়ে শুক্রবারই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসলেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। আর তাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রপ্তানি আপাতত বন্ধ করা হল। তাতে খানিকটা দাম কমার আশায় ব্যবসায়ী-ক্রেতারা।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি গড়তে মৎস্য দপ্তরের আগাম অনুমতি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার নদী ও জলাভূমি সংলগ্ন এলাকাতেও বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরির আগে মৎস্য দপ্তরের আগাম অনুমতি নিতে হবে। তাদের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নেওয়ার পরেই বাড়ি তৈরির অনুমোদন মিলবে। এতদিন শুধুমাত্র জলাভূমির ওপর বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ বলবৎ ছিল। এখন তাতে যোগ হল সংলগ্ন এলাকাও। আইন অনুযায়ী জলা জমিকে বাস্তুতে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলাভূমি ও নদী ভরাট আটকাতে মৎস্য দপ্তরকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে কোনও বাড়ি বা ফ্ল্যাট তৈরি হলে তা ভেঙে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, 'নদী বা জলাভূমি ভরাট যে কোনও মূল্যে বন্ধ করা হবে। নদী ও জলাভূমি সংলগ্ন এলাকায় যে বাড়ি ও ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না তা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখবেন।' মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই ভরাট রুখতে প্রতিটি জেলার মৎস্য উপ-অধিকর্তাদের একটি করে টাস্ক ফোর্স তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ পেলেই ওই টাস্ক ফোর্স তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

কসবায় কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে হাজার হাজার বিঘে জলাভূমি ভরাট করে তা বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে জমি মাফিয়ারাজ বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে নবান্ন। বুধবারই কসবার তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে ডেকে পাঠান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জলাভূমি ভরাট নিয়ে তাঁর অভিযোগ তিনি শোনেন। তারপরই তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়। জলাভূমি ভরাট ইস্যুতে রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ না করলে দলের ভাবমূর্তিও নষ্ট হবে বলে জানিয়ে দেন অভিষেক । তারপরই ওই ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারনেশনালে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের আয়োজিত আঞ্চলিক স্তরে আইনি প্রতিযোগিতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিসিআই-এর সভাপতি অমিত সারাওগি স্মারক উপহার প্রদান করেন সিসিআই (এল) চেয়ারপার্সন রবনীত কৌরকে। উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই-এর কাউন্সিল অন লিগ্যাল-এর চেয়ারপার্সন মমতা বিনানি এবং এমসিসিআই-এর ভিপি মণীশ ঝাঝারিয়া।

বাংলায় বিনিয়োগে এগিয়ে এল খ্যাতনামা জার্মান সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্য করতে আসছে জার্মানির হিট ট্রিটমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ওয়েনস্ট্রথ। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার রাজারহাটে তার প্রথম অফিস-সহ তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, ওয়েইনস্ট্রথ ফার্নেসস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড চালু করার ঘোষণা করল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রকের মন্ত্রী শশী পাঁজা। এই উপলক্ষে মন্ত্রী, শশী পাঁজা বলেন, 'আমরা পশ্চিমবঙ্গে ওয়েইনস্ট্রথ ফার্নেস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে স্বাগত জানাই, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং বিশ্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনকে নির্দেশ করে। দক্ষ কর্মী এবং প্রচুর জল সরবরাহ থেকে শুরু করে স্থিতিশীল বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রয়েছে এই বাংলায়। যা একটি সংস্থাকে লাভবান হতে সহায়তা করবে। উদ্ভাবন, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলা প্রস্তুত। যা বাংলার জন্য ভালো, তা ভারতের জন্যও ভালো।'

অনুষ্ঠানে জার্মানি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর টমাস উইঙ্কেলহোফার বলেন, 'উদ্ভাবন এবং গুণমানই ওয়েনস্ট্রথের মূল ভিত্তি। এই সম্প্রসারণ আমাদের ক্লায়েন্টদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে। সুদক্ষ পরিষেবা প্রদানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের তাদের সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা এই নতুন উদ্যোগ শুরু করার সঙ্গে একটি সফল অংশীদারিত্বের অপেক্ষায় রয়েছি।'

তৃণমূলের আমলে বিধানসভায় প্রথম আনা হল প্রাইভেট মেম্বর বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় রাজ্য বিধানসভায় প্রথমবারের জন্য জমা পড়ল প্রাইভেট মেম্বার বিল। বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ শৈশব রক্ষা নিয়ে এই প্রাইভেট বিল জমা করেছেন। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শৈশবের পরিবেশ রক্ষা, ড্রপ আউট, ইউনিফর্মিটি অফ স্কুল আওয়ার, এমনকি শিশুদের প্রত্যেকদিন যে ভার বহন করতে হয় সেই ভার লাঘব করা নিয়েও এই বিলে উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই প্রাইভেট বিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অফ চাইল্ডহুড বিল, ২০২৪'। এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক শেষে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্য বিধানসভায় তাঁর জমানায় প্রথম প্রাইভেট বিল জমা পড়েছে। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। কিন্তু একটা নির্দিষ্টি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই বিল বিধানসভায় উঠতে পারে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে এই বিলটি।

এদিন অধ্যক্ষ এই বিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'শিশুদের নিয়ে শঙ্করবাবুর এই উদ্যোগ ভালো। তবে এখনও পর্যন্ত আজকের বিএ কমিটিতে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এই বিল নিয়ে আলোচনা কবে হবে বলা সম্ভব নয়। নির্দিষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েই এই বিল বিধানসভায় আলোচনা হতে পারে।' এদিন বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক শেষে স্পিকার জানান, 'এখনও পর্যন্ত যা সূচি এসেছে, তাতে সোমবার শোকপ্রস্তাব পাঠের মাধ্যমে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। তারপর ২৬ এবং ২৭ নভেম্বর সংবিধান দিবস নিয়ে আলোচনা হবে।'

পুনরায় কলকাতা থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকায় যাওয়ার বিমান চালু করার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: থেকে লন্ডন, শিকাগো, নিউ-ইয়র্কের মতো একাধিক শহরে সরাসরি বিমান চালানোর প্রস্তাব নিয়ে এবার রাজ্য বিধানসভায় আলোচনা হবে। এই মর্মে আসন্ন অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনছেন অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অধ্যক্ষ ওই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সম্মতি দিয়েছেন। আগামী ২৭ নভেম্বর ওই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে বলে চন্দ্রিমা দেবী জানিয়েছেন। এই প্রথম রাজ্য বিধানসভায় বিমান চলাচল সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। বর্তমানে ইউরোপের কোনও দেশের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি বিমান যোগাযোগ নেই। প্রসঙ্গত, ১৫ বছর আগে শেষবার কলকাতা থেকে লন্ডনের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছিল ননস্টপ উড়ান।কলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিমান চালানোর পক্ষে অতীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একাধিক বার সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লন্ডনের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্য দেশগুলির সঙ্গে কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের কথাও বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। এবার এব্যাপারে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করার মধ্য দিয়ে বিষয়টিতে গতি আনতে চায় রাজ্য সরকার।

দূষণ কমাতে বৈদ্যবাটিতে পশুদের শবদাহে বৈদ্যুতিক চুল্লি

বনস্পতি দে ● হুগলি

পরিবেশে দূষণের মাত্রা কমানোর লক্ষ্যে পশুদের শবদাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভা। দিল্লি রোড লাগোয়া রিজিওন্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ল্যান্ড ফিল্ড সেন্টারে (আরডব্লিউএমসি) প্রায় ৮ কাঠা জমির ওপরে তৈরি হবে পশুদের শব দাহ করার বৈদ্যুতিক চুল্লি।

এতদিন ওই জায়গায় গবাদি পশু ও রাস্তার মৃত পশুদের এনে মাটি চাপা দেওয়া হত। ওখানেই রয়েছে পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড। যেখানে বৈদ্যবাটি পুরসভা ছাড়াও রিষড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি পুরসভার বর্জ্য ফেলা হয়। পশুর শবদাহ করার কেন্দ্র ওখানে চালু হলে কেবল বৈদ্যবাটি পুরসভা নয়, লাগোয়া পুরসভাগুলোও ওই সুবিধে পাবে।

বৈদ্যবাটি পুরসভা ২০২৩ সালে কেএমডিএর কাছে পশুদের মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি করতে চেয়ে আবেদন করে। দু'দফায় সমীক্ষার পর জমি নির্বাচন ও অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষ হয়। তার পরেই পশুদের দেহ পোড়ানোর বৈদ্যুতিক চুল্লি নিয়ে সবুজ সঙ্কেত দেয় কেএমডিএ। বৈদ্যবাটি পুরসভা জানিয়েছে, রাজ্যের মধ্যে এই প্রথম কোনও পুরসভা এলাকায় পশুদের শবদাহের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি হবে। পুরসভার বক্তব্য, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫ সালেই চালু হবে ওই চুল্লি।

বৈদ্যবাটি পুরসভা সূত্রের খবর, গঙ্গা লাগোয়া পুরসভার ২, ৪, ৬, ৭ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় খাটাল। সেখানে গোরু ও মোষের দুধ বিক্রির ওপর বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। ফলে বৈদ্যবাটি পুর এলাকায় গবাদি পশু রয়েছে বেশ ভালো সংখ্যায়। আবার রাস্তাঘাটে কুকুর, বিড়ালের সংখ্যাও কম নয়। পোষ্য রয়েছে অনেকেরই বাড়িতে।

এতদিন ওই সব পশু মারা গেলে পুরসভার সাফাইকর্মীরা মৃতদেহ সংগ্রহ করে সেগুলো আরডব্লিউএমসি,তে মাটি চাপা দিত। কিন্তু তার ফলে পরিবেশের দূষণ নিয়ে পরিবেশকর্মীরা অনেক সময়েই সরব হয়েছেন। সেই দূষণের মাত্রায় লাগাম টানতেই পশুদের শব দাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্মীরা পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পোষ্যদের মৃত্যুর পর তাদের শবদাহ করা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কারণ, জনবসতি বেড়ে গিয়েছে, পশুদের শব মাটিচাপা দেওয়ার ফাঁকা জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আবার লোকালয়ে ভ্যাট বা ভাগাড় বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্য বলেন, 'পুরসভার এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। আগের তুলনায় সচেতনতা বেড়েছে পশুদের সম্পর্কে। বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হলে সেটা পরিবেশের জন্যও ভালো।'

বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতোর বক্তব্য, যাবতীয় প্রস্তুতির কাজ শেষ। প্রকল্পের জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেএমডিএ। বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির কাজ শিগগিরই শুরু হবে।

এসআইপি বা সিপ অ্যাকাডেমি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ২১তম বর্ষে অ্যাবাকাসের মহাযজ্ঞ দেখা গেল কলকাতার বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গনে। ভারতের ২৩টি রাজ্য যেমন অংশ নেয়, তেমনই গোটা বিশ্ব থেকে এসেছিল ১১টি দেশের শিক্ষার্থীরা। ছিল ১১ মিনিটে প্রায় ৩০০টি জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চ্যালেঞ্জ।

বাঁকুড়ায় লাইনচ্যুত মালগাড়ির ২ বগি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের দুর্ঘটনার কবলে চলন্ত মালগাড়ি। শুক্রবার বিকেলে বাঁকুড়া জেলার পিয়ারডোবা স্টেশনের কাছে একটি মালগাড়ির দু'টি বগি লাইনচ্যুত হলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরই ওই স্টেশনের কাছে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে পাথর বোঝাই একটি মালগাড়ি রেললাইনের ধারে পাথর ফেলতে ফেলতে অত্যন্ত ধীর গতিতে বিষ্ণুপুর থেকে গড়বেতার দিকে যাচ্ছিল। পিয়ারডোবা স্টেশন পেরোতেই আচমকাই প্রবল শব্দ শুনতে পান এলাকাবাসী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬ নং এফিডেভিট বলে Keya Ghosh Sadhukhan W/o. Kalyan Sadhukhan ও Keya Ghosh D/o. A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mirazul Islam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Allarakha Ali ও A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

NAME CHANGE

I, Vinod Jaiswal (old name) S/o Riklal Jaiswal, R/o 8, Madan Baral Lane, P.S Bowbazar, P.O Bowbazar Kolkata 700012, W.B.shall henceforth be known as Binod Jaiswal (new name). I declare that Vinod Jaiswal (old name) and Binod Jaiswal (new name) is the same and identical person by the virtue of an affidavit no 8394 sworn before the Ld Judicial Megistrate 1st Class at Alipore on 12th November 2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, আঞ্জুমানারা সেখ, স্বামী সেখ গোসুল আজম, ঠিকানা VILL+ P.O- Serorai, P.S- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, PIN-713428, নোটারি পাবলিক/ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, Affidavit No. 18219 dated 05.06.2024 আঞ্জুমানারা সেখ এবং আজু বেগম একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি সাহানারা সেখ পি.এন.বি ব্যাঙ্কে Account -এ আমার নাম সাহানারা বিবি আছে। ২২/১১/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সাহানারা সেখ ও সাহানারা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, Abdul Karim Sekh, পিতা Sk. Abdur Rahim, সাকিন : গ্রাম : দক্ষিণ বেলপাড়া, পো : দক্ষিণডিহি, থানা : জাঙ্গীপাড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৭০৬, মহামান্য এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলি সমীপে ১১.১১.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, আমার বিভিন্ন নথিতে যেমন ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে বাবার নামের বানানে ভুল আছে। আমার প্রকৃত নাম Abdul Karim Sekh, পিতার নাম Sk. Abdur Rahim। Abdul Karim Sekh, Sk. Abdul Karim, Sekh Abdul Karim, Abdul Kar Sekh এবং Sekh Ah Rahim এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার মাতার নাম Manowara Begum।

CHANGE OF NAME

I, Abdul Manan S/O Late Md Israil R/O 23 P K Das Lane, PO-Rishra, PS-Serampore, Dist. Hooghly, PIN-712248, Due to mistake in my son's Madhyamik Certificate my name wrongly recorded as Abdual Mannan. henceforth I am known as Abdul manan by Affidavit (NO 11727) Dated 20/11/2024 in the court of LD Judicial Magistrate 1st Class, Serampore Hooghly.I declare that Abdul Manan and Abdul Mannan both are the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপ, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।
ম্যাট স্যুট নং- ১৩৯/২০২৪

দরখাস্তকারী:- শ্রীমতী পায়েল ঘোষ ওরফে পায়েল রায়, স্বামী- শ্রী সুরজিৎ রায়, পিতা- স্বর্গীয় শিব প্রসাদ ঘোষ, সাং- বীরেশ্বর বসু রোড, আগমেশ্বরীপাড়া, রেজিষ্ট্রী অফিসের সন্নিকটে, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২

বনাম

প্রতিপক্ষ :- শ্রী সুরজিৎ রায়, পিতা- স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার রায়, সাং- ৬৬ পি.এন. মালিয়া রোড, শিশু বাগান, পোঃ ও থানা- রানীগঞ্জ, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৪৭

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় ম্যাট স্যুট ১৩৯/২০২৪ নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমায় প্রতিপক্ষ অদ্যাবধি আদালতের সমন গ্রহণ করিতেছেন না। সেই মর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ **শ্রী সুরজিৎ রায়** স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে।

আদেশানুসারে
Abhijit Biswas (Bench Clerk)
Addl. District & Sessions Judge
Nabadwip, Nadia, 22.11.24

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে মরহুম শাহ আলম শাহ মরহুম ফয়েম শাহের ছেলে মেকাইল শাহ, মরহুম শাহ আলম শা-এর ছেলে রেজাউল শাহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির শিরোনামের শরিফুল শাহের স্ত্রী তানসেনা বিবি। জমির প্লট আছে এবং যাহার দাগ নম্বর যথাক্রমে ৪৮১৩, ৪৮১৭, ৪৮১৮, ৪৮২১, ৪৮২৬ এবং ৪৮৫৩, মৌজা-মাটিগাছা অবস্থিত, জে.এল. নং ১৮৭, কৃতিপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে (P.S. ঃ পূর্বে বারাসাত বর্তমানে রাজারহাট) A.D.S.R. রাজারহাটের এখতিয়ারের অধীনে।

যে কেউ এই উপরে উল্লিখিত শিরোনামের কোন বিরোধের বিষয়ে কোন তথ্য পেয়ে থাকলে অথবা জানা থাকলে তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আমার কাছে প্রমাণ সহ যোগাযোগ করতে পারেন বা পাঠাতে পারেন, অন্যথায় উপরোক্ত ব্যক্তিরা এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য করা হবে।

Date: 22.11.2024
Anirban Biswas
Advocate
Bankshall Court, Kolkata
Phone No. 7980063955

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অরুনদেব কুমার ২)শ্রী বরুনদেব কুমার ৩)শ্রী স্বপনদেব কুমার সকলের পিতা ৺গোপীকৃষ্ণ কুমার সকলের সাকিম ও পোঃ বৈঁচি, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, **৪)শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ** স্বামী শ্রী অখিল ঘোষ সাকিম উলোড়া, পোঃ রসুলপুর, থানা মেমারী জেলা বর্দ্ধমান, **৫)শ্রীমতী অনিমা রায়** স্বামী শ্রী কার্তিক চন্দ্র রায় সাকিম রাজপুর, পোঃ রসুলপুর, থানা মেমারী জেলা বর্দ্ধমান, ৪ ও ৫ এর পিতা ৺গোপীকৃষ্ণ কুমার মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 30/10/2013 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0136/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী তপনদেব কুমার** পিতা ৺গোপীকৃষ্ণ কুমার সাকিম ও পোঃ বৈঁচি, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 24/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5330/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সাবিনা ইয়াসমিন** স্বামী আরমান আলি সরকার, **২)খুরসিদা বেগম** স্বামী মরহুম সেখ মহাম্মদ মহসিন উভয়ের সাকিম বাঁটিকা পশ্চিমপাড়া, পোঃ বৈঁচি, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-৭১২১৩৪ মহাশয়াগণকে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বাঁটিকা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৫৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ১০৯৬ তথা হাল এল.আর. ১০২৩ নং দাগে বাস্তু ৩.৫ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সাবিনা ইয়াসমিন** স্বামী আরমান আলি সরকার, **২)খুরসিদা বেগম** স্বামী মরহুম সেখ মহাম্মদ মহসিন উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপনদেব কুমার
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে নভেম্বর। শনিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ। অষ্টমী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস। টেক চাঁদ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র র প্রয়াণ দিবস। শহীদ সত্যন বসু র আত্মবলীদান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ নভেম্বর ২০২৪, ৭ অগ্রহায়ণ, শনিবার

মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু তার আগেই ২০২৫ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হোক, এমনই পরামর্শ দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার পুলিশের একাংশ সিআইডির প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। দুর্নীতির সঙ্গে পুলিশ ও সিআইডির একটা অংশ জড়িয়ে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই মন্তব্য করেন। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী সঠিক কথা বলেছেন। পুলিশ ও সিআইডি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু তাদের দুর্নীতি করতে বাধ্য করা হয়েছে।' একইসঙ্গে এদিন শুভেন্দু এও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে ১৬০০ কোটি টাকা তৃণমূল ঘরে তুলেছে।' ডিয়ার লটারির প্রসঙ্গও এদিন তিনি আরও একবার উত্থাপন করেন। 'পশ্চিমবঙ্গে টেন্ডার দুর্নীতি চলছে। ট্যাব থেকে সাইকেল, সিসিটিভি ইনস্টলেশন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে। এই সব সংস্থা ইলেক্টোরাল বন্ডে টাকা দিয়েছে।' এমনই অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেইসব কোম্পানিকে ব্ল্যাকলিস্ট করে হেফাজতে নেওয়ার দাবিও জানান তিনি। ইলেক্টোরাল বন্ডে নেওয়া টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হোক। তা না হলে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রকৃতি সংস্থাকে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হোক, এদিন এমনটাও দাবি করতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সঙ্গে তিনি এও জানান, 'নির্বাচনী বন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস ১৬০০ কোটি টাকা পেয়েছে। যদি বৈধভাবে টাকা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ফেরত দিন।' সেই জোরালো দাবি তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। পুলিশ কর্তাকে দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির থেকে নির্বাচনী বন্ডের টাকা সংগ্রহ করানো হয়েছে। সেই দাবিও করেন বিরোধী দলনেতা।

২৬'র বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট কুশলীর খোঁজে রাজ্য বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অঙ্কের নিরিখে বঙ্গ রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন বামেরা। বিধানসভায় শূন্য, লোকসভায় শূন্য। শুধু শূন্য নয়, রাজ্যের অধিকাংশ লোকসভা কেন্দ্রে জামানত বাঁচানোর মতো জায়গাতেও নেই সিপিএম। অন্তত ২০২৪ লোকসভার ফল সেকথাই বলছে। অথচ ছবিটা একেবারে আলাদা স্যোশাল মিডিয়ায় কিংবা মিটিং-মিছিলে। জনসমর্থনের কমতি নেই সেখানে। সেই জনসমর্থনকে ভোটবাক্সে টানতে এবার পেশাদার ভোটকুশলী চাইছে সিপিএম।

আর এই ভোট কুশলী পেতেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ফেসবুকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাতে একাধিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পদটিই হল রাজনৈতিক বিশ্লেষকের। যার মূল কাজ হবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝে দলকে পরামর্শ দেওয়া। যে কাজটি ২০২১-এ তৃণমূলের হয়ে করেছেন প্রশান্ত কিশোর। তাতে অভাবনীয় সাফল্যও পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এবার সেই পিকের ধাঁচের কারও শরণাপন্ন হতে চলেছে বামেরা।

এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তরুণ প্রজন্মকে সামনে এগিয়ে দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। একুশের বিধানসভা ভোটে শূন্যের গেরো কাটেনি। চব্বিশের লোকসভা ভোটেও আসন প্রাপ্তির হার শূন্য। বাড়েনি ভোট শতাংশের হারও। কেন ঘুরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না তা নিয়ে সিপিএম দলের অন্দরে কাটাছেঁড়া শুরু হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে পা না মেলানোর অভিযোগ সিপিএমে নতুন নয়। অতীতের কম্পিউটার, ইংরেজি বাতিল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধতন্ত্রের হয়েছে প্রতি পদে। লোকসভা নির্বাচনের পর 'শূন্য'তা কাটাতে দলের ভেতরেই দাবি উঠেছে, গতানুগতিক ধারা ভেঙে এবার পিকের মতো কাউকে দরকার সিপিএমের। কোনও পেশাদারি সংস্থার সাহায্য নেওয়া যায় কি না, সেটাও ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করছে পার্টির একাংশ। দেশের বাকি দলগুলির উদাহরণ টেনে সিপিএমের এক প্রথম সারির নেতা জানান, 'তৃণমূলও সাহায্য নিয়েছে পেশাদার সংস্থা আইপ্যাকের। রাহুল গান্ধির পাশে আছেন সুনীল কানুগোলুর মতো মাথা। বিহারে তেজস্বী থেকে উত্তরপ্রদেশে সপা সবার সাফল্যের পিছনে রয়েছে পেশাদার সংস্থা। ফলে সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে এই সত্যকে অস্বীকার করা কোনওভাবেই উচিত নয়।'

পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবাদ সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কার্যত পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল কুণাল ঘোষকে। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে সম্প্রতি মারধরের ঘটনায় পুলিশের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। নন্দীগ্রামের সেই সভায় হাজির হয়েই পুলিশের ভূমিকা, রাজনৈতিক যোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের এই মন্তব্য ঘিরেই পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধীরা।

এদিকে সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনায় পুলিশের কাজ ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। তিনি বলেছেন, টাকা খেয়ে চুরি করে পুলিশের একাংশ। এদিকে কুণাল ঘোষেরও দাবি, পুলিশের অন্দরে থেকে সিপিএমের হয়ে কাজ করছে একাংশের অফিসার। নন্দীগ্রামের সভা থেকে বলেছেন, 'চারদিকে প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এটা কেন পুলিশ করছে না, ওটা কেন করছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এদের অধিকাংশ হচ্ছে আগের সিপিএম। ওরা মনে প্রাণে চায় সরকারের ক্ষতি হোক। ভিতরে থেকে অন্তর্ঘাত করছে। সিপিএম-কে খুঁজে না পেয়ে বিজেপিকে মদত দিচ্ছে।' এরপরই পুলিশকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রশাসনের মধ্যে থেকে দালালি করবেন? ব্যাগ গুছিয়ে রেখে দিন। সুন্দরবন বা কোচবিহার যেতে হবে, কাছাকাছি কোথাও হবে না।'

আর কুণালের এই মন্তব্যকে থ্রেট কালচারের সমান বলে মনে করছেন বিরোধীরা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ জানান, 'এটা হচ্ছে থ্রেট কালচার। যে পুলিশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোর। তাদেরকেই আবার থ্রেট কালচারের মুখে পড়তে হচ্ছে।' প্রায় একই সুর সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলার পুলিশ কার দালালি করে, তা সব মানুষ জানে। তিনি বলেন, পুলিশ কমিশনার পুজোয় খি চুড়ি বিতরণ করেন। বুথ দখল থেকে শুরু করে হুমকি, এসব কাজ তৃণমূল নেতার থেকে বেশি পুলিশই করে।'

সল্টলেকের বিডি মার্কেটে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছেন না আলু-পেঁয়াজের দাম। এবার তাতে রাশ পরাতে শুক্রবার সাত সকালে পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ হানা দেয় সল্টলেকের বিডি মার্কেটে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে আলু-পেঁয়াজের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই দেখা গেল টাস্ক ফোর্সের এই তৎপরতা। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং উত্তর বিধাননগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে অভিযান চালায় তারা।

এদিকে বাজারে কোথাও আলুর দাম ৩২, কোথাও আবার ৩৫ টাকা প্রতি কেজি। এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশের পরেই শুক্রবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ডাক দেন মুখ্যসচিব। এদিন টাস্ক ফোর্স এর সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের আধিকারিকরা এবং ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সদস্যরা। আলুর দামে এই ধরনের অসামঞ্জস্যের কারণ নিয়ে বেজায় চটেছেন রবীন্দ্রনাথ কোলে। এদিন তাঁকে রীতিমতো ধমক দিয়ে আলু বিক্রেতাদের বলতে শোনা যায়, আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, নাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলার সীমান্তে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে আলু মজুতের পরিস্থিতি কী, অবিলম্বে তার রিপোর্টও চেয়ে পাঠান তিনি। যেভাবে তাঁকে না জানিয়ে প্রচুর পরিমাণে আলু ও পেঁয়াজ ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছে, তা নিয়েই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। আলুর দামে এই অসামঞ্জস্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা অবশ্য জানা গিয়েছে, জোগান কম আছে। এবছর চাষও হয়নি ভাল করে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, নতুন পেঁয়াজের দাম ৬০ টাকা ও পুরনো পেঁয়াজের দাম ৭০ টাকা প্রতি কেজি। আলুর দাম কেন বাড়ানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলার আলু বাংলার মানুষ খাওয়ার পর যদি বেশি থাকে, তবেই তা ভিনরাজ্যে পাঠানো হবে। রাজ্যে কত আলু আছে, সেই হিসেবও চান তিনি।

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি শুক্রবার অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ স্টেশন থেকে কবি সুকান্ত স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত পরিদর্শন করলেন।

আরপিএফ-এর জালে ভুয়ো রেলে চাকরি দেওয়ার র‍্যাকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২১ নভেম্বর বেলা ১২টা ২০-তে পূর্ব রেলের ওল্ড কয়লাঘাট ভবনের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথে কর্তব্যরত রেলওয়ে পুলিশ ফোর্সের হেড কনস্টেবল সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। এরপর কর্তব্যরত ওই হেড কনস্টেবল বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। ঘটনা জানতে পেরে এসআই, এএসআই এবং এইচডি কনস্টেবল নিয়ে গঠিত আরপিএফ কর্মীদের একটি দল আরপিএফের পোস্ট কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করা শুরু করে। ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি যখন অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে গেটে প্রবেশ করে কয়লাঘাট চত্বরে প্রবেশ করে, তখনই আরপিএফের ওই দল তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই ব্যক্তি তাঁর পরিচয় হিসেবে জানায়, তিনি রজত দে সরকার। উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা এবং অপর ব্যক্তির নাম সৌমেন হুই। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়ফার বাসিন্দা।

আরও জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, সৌমেন হুই জানান, এই ঘটনার প্রায় ২ থেকে ৩দিন আগে মেদিনীপুরে তার বন্ধু সুজিত বাগের মাধ্যমে রজত দে সরকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর সৌমেনবাবুর বন্ধু তাঁকে কয়লাঘাটে রজত দে সরকারের সঙ্গে দেখা করতে বলে এবং সঙ্গে এও জানায় যে রজতবাবু রেলে গ্রুপ-সি পদে টিকিট কাউন্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে রেলওয়েতে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে। সেই আশ্বাস পেয়েই কলকাতায় আসেন সৌমেনবাবু। এরপর রজতবাবুর সঙ্গে কয়লাঘাট বিল্ডিংয়ের পূর্ব দিকের গেটে দেখা করেন। এরপর রজতবাবু কয়লাঘাট চত্বরের পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়েও যান। রজতবাবু সৌমেনবাবুর বিশ্বাস অর্জনের জন্য একটি উপস্থিতির রেজিস্টার এবং চুক্তিপত্র দেখান। এরপরই রজতবাবু সৌমনপবাবুর কাছ থেকে চাকরি করে দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকাও দিতে বলেন। পাশাপাশি এও বলেন যে, বাকি ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা চাকরি পাওয়ার পর দেওয়া হবে। তখনই সৌমেনবাবু রজতবাবুকে জানান, এত টাকা তাঁর কাছে নেই।

এদিকে, আরপিএফ কর্মীরা ততক্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তাদের আটক করে। আরও জিজ্ঞাসাবাদে, অভিযুক্ত রজত দে সরকার আরপিএফ-এর কর্মী আধিকারিসদের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি এবং পরে স্বীকারও করেন যে তিনি একটি ভুয়ো রেলের চাকরি দেওয়ার চক্রের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায় জড়িত। পূর্ব রেলের ভিজিলেন্স বিভাগের দলও এই ঘটনার তদন্তে নামে এবং জাল চাকরির চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি খুঁজে পায়। পরে, রজত দে সরকার এবং সৌমেন হুইকে হেয়ার স্ট্রিট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে সৌমেনবাবু রজতবাবুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিনের এই ঘটনা প্রমাণ করে ইস্টার্ন রেলের সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকেই কতটা সজাগ। কোনও ধরনের বেনিয়মের ঘটনায় কত দ্রুত তাঁরা পদক্ষেপ করে। এই সূত্রে পূর্ব রেল সবাইকে সতর্ক থাকার এবং অবৈধ চাকরির চক্রের শিকার না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল দ্বারা জারি করা আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তির উপর ভিত্তি করে একটি সু-সংজ্ঞায়িত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেলওয়ের চাকরিগুলি সুরক্ষিত করা হয়। রেল রিক্রুটমেন্টে বোর্ডের তরফ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলেও জানানো হয়েছে। সঙ্গে এর কোনও শর্টকাট নেই বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড সামালাতে ক্লাবগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে চায় দমকল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগুন লাগলে কীভাবে তা মোকাবিলা করতে হবে, এ ব্যাপারে এবার শহরের বিভিন্ন ক্লাবকে প্রশিক্ষণ দিতে চায় দমকল। বাহিনীর এক কর্তা জানিয়েছেন, এলাকা ধরে-ধরে এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে। দমকল দপ্তরের বক্তব্য, আগুন লাগলে সর্বদা সময়মতো যে দমকল পৌঁছতে পারবে, এমন নয়। কারণ, যানজট তার অন্যতম কারণ। দমকল পৌঁছনো পর্যন্ত আগুনের উৎসে জল দেওয়া গেলে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে সুবিধে হয়। অথচ আগুন লাগার পরই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় লোকে। আর এই প্রসঙ্গেই দমকল কর্তাদের দাবি, এই সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে পরিস্থিতি সহজে সামলানো সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে দমকল কর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে কেউ আটকে থাকলে কী ভাবে তাঁকে উদ্ধার করা যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কী করণীয়, তা নিয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য দমকলের সিনিয়র অফিসারদের পাঠানো হবে ক্লাবে। প্রশিক্ষণ শেষে অনুষ্ঠিত হবে মহড়া। কলকাতা পুর এলাকা দিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। পরে অন্যান্য পুর এলাকাতেও এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে বলে দমকল সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, এর আগে শহরের বিভিন্ন স্কুলেও এমন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে দমকলের পক্ষ থেকে।

দুবাইয়ে বাকিবুরের সম্পত্তির হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমানের দুবাইয়ে দু'টি সম্পত্তির হদিশ। ইডি সূত্রে খবর, এবার তদন্তের খাতিরে দুবাই সরকারের সাহায্য নিয়ে ওই দেশের কয়েকজন বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তারা। পাশাপাশি বাকিবুরের দুবাই যাওয়ার আবেদনে আপত্তি জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় জামিনপ্রাপ্ত অভিযুক্ত বাকিবুর রহমান দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য আগেই ব্যাঙ্কশালে ইডির বিশেষ আদালতে আবেদন জানান। এতে ইডি আপত্তি জানায়। শুক্রবার তার শুনানি হয়। বিচারক জানান, জামিন দেওয়ার শর্ত ছিল বিদেশে যাওয়া যাবে না। এদিকে বাকিবুর রহমানের আইনজীবী জানান, দুবাইয়ে ভিসা আপডেট করানোর প্রয়োজন আছে।

অন্যদিকে ইডির সূত্রে খবর, দুবাইয়ে বাকিবুর রহমানের দু'টি সম্পত্তি রয়েছে। ওই দেশে বাকিবুরের একটি ভিলা ও তাঁর মায়ের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ফ্ল্যাটও রয়েছে। আয়কর রিটার্নে তা উল্লেখ করা আছে। এই প্রসঙ্গ টেনে ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, দুবাইয়ের সম্পত্তি বিক্রি বা অন্য নামে সরানো হতে পারে। ইডি দুবাই সরকারের সাহায্য নিয়ে তদন্তের খাতিরে ওই দেশের বাসিন্দা তথা সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। এই পরিস্থিতিতে বাকিবুর বিদেশে গেলে তদন্তে বাধা পড়তে পারে। এছাড়াও বাকিবুরের রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। তিনি প্রভাবশালী। রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা হাওলার মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে। তাঁকে দুবাই যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে ওই দেশের সম্পত্তি তিনি বিক্রিও করে দিতে পারেন বলে আদালতে দাবি করেন ইডির আইনজীবী।

এরপরই বিচারক জানান, 'আপনারা সবটাই আশঙ্কা করছেন। রেকর্ডে কিছু আছে কিনা তাও জানতে চান বিচারক। এই মুহূর্তে আদালত মনে করছে না যে ওই ব্যক্তির ফ্লাইট রিস্ক রয়েছে। সঙ্গে ইডিকে বিচারক এও জানান, 'আপনাদের যে বিষয়ে চিন্তা, সেই বিষয়ে নথি কিছু নেই। বাকিবুরের বিরুদ্ধে এই মামলা ছাড়া আর অন্য কোনও অপরাধের মামলা নেই।' উত্তরে ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, রেশন বণ্টন দুর্নীতির মামলায় বাকিবুর রহমান মাস্টারমাইন্ড। বাংলাদেশ থেকে দুবাই যেত দুর্নীতির টাকা। এখনও টাকা পাচার হতে পারে। একবার বিদেশে গেলে সেখান থেকে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে ইডি। এদিকে এদিন রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি অভিযুক্ত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের শুনানি ছিল। তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, গত ১৩ মাস ধরে প্রাক্তন মন্ত্রী জেলে রয়েছেন। হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে, শারীরিক অবস্থা বুঝে কারা কর্তৃপক্ষ ওই অভিযুক্তকে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে পারে। এই ব্যাপারে ২৬ নভেম্বর শুনানির নির্দেশ দেন বিচারক।

পাঁচ বছরে রাজ্যে নকশালদের দমন করা সম্ভব হয়েছে: রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে নকশাল দমনে এখনও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সেই রাজ্যের পুলিশ। কিন্তু দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে পাঁচ বছরে নকশালদের দমন করা সম্ভব হয়েছে।' শুক্রবার ব্যারাকপুর লাটবাগানে রাজ্য পুলিশের 'পাসিং আউট সেরিমনি' অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ডিজি রাজীব কুমার। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে ব্যারাকপুর লাটবাগান স্বামী বিবেকানন্দ পুলিশ ট্রেনিং ময়দানে আয়োজিত হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ২০২৩-২৪ সালের পাসিং আউট সেরিমনি। এদিন পাসিং আউট সেরিমনি অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ছাড়াও আই জি ট্রেনিং প্রনব কুমার-সহ রাজ্য পুলিশের অন্যান্য অধিকারিকরা হাজির ছিলেন।

এদিন প্রশিক্ষণ শেষ করে ৮৫০ জন পুলিশ কর্মী সরাসরি রাজ্য পুলিশের এস আই পদে যোগদান করলেন। কুচকাওয়াজের মাধ্যমে এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে অভিবাদনের পাশাপাশি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

রেললাইনের ধারে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টেশন চত্বর অথবা রেললাইনের ধারে ফাঁকা জায়গা কিংবা পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলোতে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে। ঠিকমতো নজরদারি না চালানোর অভিযোগও ওঠে রেল পুলিশের বিরুদ্ধে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার রাতে নিউ বারাকপুর থানা ও বিশরপাড়া জিআরপি আউট পোস্টের যৌথ উদ্যোগে নিউ ব্যারাকপুর, বিশরপাড়া স্টেশন এবং মধ্যমগ্রাম স্টেশন মধ্যবর্তী ৮ নং রেলগেট রেললাইনের ধারে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তাছাড়া এদিন রেললাইন ধারে থাকা ঝুপড়ি গুলিতেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। রেলস্টেশন গুলিতেও এদিন পুলিশ নজরদারি চালায়।

বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের প্রভাব পড়বে না বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রার পারদ একটু একটু করে নামছে। বিশেষত ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলেই বোঝা যাচ্ছে, শীত আসছে। এই আবহাওয়ার মধ্যেই আবার আসছে নিম্নচাপের খবর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আবারও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ।

চলতি বছরে একাধিকবার নিম্নচাপের প্রভাব পড়েছে বাংলায়। গত অক্টোবর মাসেই এমন একটি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় 'ডানা' ঘুরে ভিনরাজ্যে চলে গেলও তার প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ জায়গায়। পরপর বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিও হয়েছে অনেক। আর এবার নিম্নচাপ এলে, আবারও শীত পিছিয়ে যাবে, এমনই আশঙ্কা রয়েছে।

তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পেতে এখনও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। এদিকে দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। শনিবারের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। উপগ্রহ চিত্র অনুসারে, শ্রীলঙ্কা উপকূল ও তামিলনাড়ু সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সোমবার এই নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত তার গতিবিধি কোনদিকে যায় সেদিকে নজর রয়েছে হাওয়া অফিসের। নিম্নচাপ তৈরি হলে তার কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায় বা তা ফের শীতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কি না এখন সেই প্রশ্ন এখন সকলের। যদিও হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে নিম্নচাপের কোনও প্রভাব বাংলার উপর পড়বে না। তবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামানে। ইতিমধ্যেই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। সপ্তাহভর চলবে এই বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে ১১ রাজ্যে তুমুল ঝড়বৃষ্টি হবে। তামিলনাড়ু, পুদুচেরী, কেরলে ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ভারী বৃষ্টি, সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরায় মেঘলা থাকবে আকাশ। মৎসজীবীদের জন্যও জারি হয়েছে সতর্কবার্তা। সমুদ্র উত্তাল থাকবে সে কারণে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকায় মৎসজীবীদের যেতে নিষেধ করা হচ্ছে।

এদিকে, কলকাতায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা থাকবে। বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশ এবং মনোরম আবহাওয়া। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সামান্য কমে ফের ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। আগামী কয়েক দিন খুব একটা তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। নতুন করে তাপমাত্রা খুব বেশি নামার সম্ভাবনাও নেই। আগামী ৪-৫ দিন ১৮ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার ফের তাপমাত্রা কমেছে কলকাতায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নিম্নচাপের জন্য তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, এমন পূর্বাভাস নেই এখনও পর্যন্ত।

বাস কন্ডাক্টরের হাতে আক্রান্ত তরুণী যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে বাস পরিচালকের হাতে আক্রান্ত হলেন এক তরুণী বাস যাত্রী। শুক্রবার সকালের ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বারাসাত-ব্যারাকপুরগামী ৮১ নম্বর রুটের একটি বাসে দেবপুকুর থেকে উঠেছিলেন ভাগ্যশ্রী বিশ্বাস নামে এক তরুণী যাত্রী। ওয়ারলেস মোড় পেরোতেই তিনি বাস পরিচালককে একশো টাকার একটি নোট দেন। কিন্তু খুচরো পয়সার দাবি করেন বাস পরিচালক। খুচরো নিয়েই বাস পরিচালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ওই তরুণী। আক্রান্তের অভিযোগ, খুচরো পয়সা না থাকায় তিনি বাস পরিচালককে ১০০ টাকার একটি নোট দেন। কিন্তু বাস পরিচালক তাঁকে খুচরো পয়সা দিতে বলেন। এমনকি ভাড়া না দিলে বাস থেকে নামতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন ওই বাস পরিচালক। তরুণীর আরও অভিযোগ, বচসা চলাকালীন বাস পরিচালক তাঁকে গালিগালাজ করেন। এর প্রতিবাদ করলে বাস পরিচালক তাঁকে প্রথমে একটি চড় মারেন। প্রতিরোধ করতে তিনি বাস পরিচালকের কলার চেপে ধরেন। অভিযোগ, বাস পরিচালক দ্বিতীয়বার ওই মহিলা যাত্রীর ডান দিকের গালে সপাটে ঘুষি মারেন। আক্রান্তের দাবি, অন্যান্য বাস যাত্রীরা কেউ প্রতিবাদ না করলেও, বাস চালক কিন্তু এর প্রতিবাদ করেন। আক্রান্ত তরুণী ব্যারাকপুর স্টেশন স্টেপেজে নেমে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে টিটাগড় থানায় গিয়ে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণী বাস যাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে টিটাগড় থানার পুলিশ।

সম্পাদকীয়

কাজের জায়গায় পরিবেশ সুস্থ হলে কর্মীদের কর্মদক্ষতা অনেকটা বাড়ে

এক জন চাকরিজীবী মানুষ তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটান কর্মক্ষেত্রে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে ভারতের ৮৬ শতাংশ মানুষ বিরক্তিকর চাপের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন। পরিণতিতে সব ক্ষেত্রে মৃত্যু না ঘটলেও ঘটছে বিপুল ক্ষতি। স্বীকার করতেই হবে, কাজের জায়গায় চাপমুক্ত আনন্দময় পরিবেশ বজায় রাখতে পারলে সম্পাদিত কাজের মান এবং পরিমাণ দুই-ই বাড়বে, যার সুফল সংশ্লিষ্ট সকলে ভোগ করতে পারেন। অথচ দায়িত্বশীল উপরওয়ালা অনেক সময় এই সহজ বিষয়টি বুঝতে চান না বা পারেন না। অনেক সময় আধিকারিক বা সুপারভাইজররা তাঁদের উপরওয়ালা-প্রদত্ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, যা তাঁরা সঞ্চারিত করেন তাঁদের অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যে। অনেক সময় আবার সমপর্যায়ের কর্মীরা উপরওয়ালাদের খুশি রাখেন নিজের আখের গোছানোর তাগিদে। আরও একটি দিক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; লিঙ্গভিত্তিক অবমাননা। কোনও কোনও কর্মক্ষেত্রে পুরুষ কর্মচারী অবস্থানগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে মহিলা কর্মচারীদের সঙ্গে আপত্তিকর ব্যবহার করেন। মহিলা কর্মচারী যদি অস্থায়ী বা এজেন্সির কর্মচারী হন, তা হলে নির্যাতনের সম্ভাবনাও বাড়ে। কর্মক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটিগুলিকে সক্রিয় রাখতে হবে। শুধু যৌন নির্যাতন নয়, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠানের সব কর্মচারীর মানসিক ক্লেশের প্রতিবিধান খুঁজতে হবে কমিটিকে। তাদের সুপারিশ সাধারণ ভাবে মানতে বাধ্য থাকবেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে বর্তমান আইনে পরিবর্তন আনতে হবে। কমিটির সদস্যরা যাতে নিয়মিত মিলিত হন এবং তাঁদের সামনে যাতে প্রতিটি খুঁটিনাটি আলোচিত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অস্থায়ী কর্মীদের জন্য গড়তে হবে জেলাস্তরে কমিটি। প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও সর্বস্তরে সচেতনতাই পারে কর্মক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে।

শব্দবাণ-১১০

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.অপরিচিত, চেনা বা জানা নয় এমন ৩. চিকিৎসক ৫. উদ্যান, উপবন ৬. পার্থক্য ৭. তুল্য, সদৃশ ৯. খুন ১১. শক্ত, দৃঢ় ১২. ব্যাংকের সিন্দুক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কিংবা ২. পাইয়ে দেওয়া ৩. ডাকু ৪. শোভান্বিত বা আনন্দময় ৭. প্রতিজন ৮. রাশিচক্রের এক রাশি ৯. আবর্জনা ১০. ফাজিল লোক।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৯

পাশাপাশি: ২. অঙ্গুলিত্রাণ ৩. জীবনস্মৃতি ৬. বজ্রকঠিন ৭. সাতসকাল।

উপর-নীচ: ১. পদপল্লব ২. অজজীবক ৪. নয়নজল ৫. তিথিপালন।

জন্মদিন

আজকের দিন

গীতা দত্ত

১৮৯৭ *বিশিষ্ট লেখক নীরদ সি চৌধুরীরর জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা গীতা দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্ল মহন্তর জন্মদিন।*

পররাষ্ট্রনীতির 'ট্রাম্প কার্ড' খেলা কোন পথে?

গৌতম সরকার

দ্বিতীয় দফায় প্রচার অভিযানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতিয়ার ছিল 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি। জনগণ তখন বাইডেন প্রশাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডেমোক্রেসিতে ভরসা হারাচ্ছে। একদিকে সাবেক প্রেসিডেন্টের বয়স, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে শুরু করে অভিবাসন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমে। তার সাথে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন এবং ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের ইতি টানার প্রতিশ্রুতি। বেশিরভাগ আমেরিকান তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছেন এবং ব্যালট বাক্সে সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ আমেরিকা বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছে। বিশ্বায়ন নিয়ে অন্দরমহলে কিছু বিচ্ছিন্ন অসন্তোষ থাকলেও এই দেশটিই ছিল বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের পথিকৃৎ। ট্রাম্পের বিশ্বাস গ্লোবালাইজেশনের নামে অবশিষ্ট বিশ্ব আমেরিকার মূল্যে সুবিধা পেয়ে আসছে। তাই প্রথমবারের মত এবারও উচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ, দেশীয় চাকরির আউটসোর্সিং হ্রাস, শিল্পকারখানার মালিকদের বেশি করে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার মত 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতিগুলো বিশ্বায়ন ও উদারতাবাদের পরিপন্থী হবে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এই বাস্তবতায় আগামী দিনে ট্রাম্পের গৃহীত নীতি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির, বিশেষ করে মধ প্রাচ্য, চিন, ভারত, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কি প্রভাব ফেলে সেটি এখন চর্চার বিষয়।

মধ্য প্রাচ্য ভোটপ্রচারে সহিংসতা ভুলে বৈশ্বিক শান্তির বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প, সেই অ্যাজেন্ডার অন্যতম ছিল গাজায় ইসরায়েল-হামাস এবং লেবাননে ইসরায়েল-হেজবুল্লাহর যুদ্ধের অবসান। তিনি ইরানের হামাসদের প্রতি ইরানের অর্থ সাহায্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অনুমান প্রথম মেয়াদের মত এবারও ডোনাল্ড প্রশাসন ইরানের প্রতি কঠোর অবস্থান ধরে রাখবে। প্রথম মেয়াদকালে ট্রাম্প দৃঢ়তার সহিত ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তেল আভিভ থেকে ইসরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমের মার্কিন দূতাবাসের স্থানান্তরকরণ ঘটিয়েছিলেন, যেটি ফিলিস্তিনিদের গোঁসার কারণ ঘটিয়েছিল সেইসময় ট্রাম্প ইসরায়েল ও অন্যান্য আরব মুসলিম দেশের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অভিপ্রায়ে ঐতিহাসিক চুক্তি 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'-এর মধ্যস্থতা করেছিলেন যার ফলে ফিলিস্তিনিরা আরও বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া হামাসের হাতে বন্দী জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যে উদ্যোগ বাইডেন প্রশাসন নিয়েছিল সেই কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের ভবিষ্যতও এখন ট্রাম্পের হাতে।

চিন ডোনাল্ড ট্রাম্প চিনকে সবথেকে কঠিন 'কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে দেখে এসেছেন ফলস্বরূপ চিন থেকে আসা আমদানি দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক বসানোর প্রস্তাব গ্রহণ করেন, পাল্টা হিসেবে চিনও মার্কিনী দ্রব্যে আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। দু'দেশই নিজেদের ক্ষতি বুঝতে পেরে এই শুল্কযুদ্ধের অবসানের জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালাচ্ছিল, কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগেই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। সেই সময় ট্রাম্প এই ভাইরাসকে 'চিনা ভাইরাস' আখ্যা দিলে দু'দেশের সম্পর্ক আবার সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাইডেন প্রশাসন চিনকে রুখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সাথে যে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করেছিল সেটার বিষয়ে ট্রাম্প কি করে সেটাই দেখার

চিন-মার্কিন সংঘাতের আরেকটি জায়গা হল তাইওয়ান প্রসঙ্গ। দীর্ঘদিন যাবৎ স্বশাসিত তাইওয়ানকে সামরিক সহায়তা যুগিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে চিন হিসেব কষছে আগামী দিনে বেইজিংই তাইওয়ানকে শাসন করবে। নির্বাচনী প্রচারে চিনকে জব্দ করার কথা বললেও কূটনীতিকদের বিশ্বাস তাইওয়ানকে নিরাপত্তা দেওয়ার মার্কিন অঙ্গীকার ট্রাম্প জমানায় প্রশ্নের মুখে পড়বে।

ভারত ওয়াশিংটনের সিংহাসনে ট্রাম্পের পুনর্ভিষেক অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতকে অপেক্ষাকৃতভাবে সুবিধাজনক অবস্থান দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বন্ধু হিসেবে স্বীকার করেছেন। জয়ের খবর পাওয়ার পর ট্রাম্পকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মোদিজী আগামী দিনে বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির প্রশ্নে ভারত-আমেরিকা একসাথে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তবে বিগত মেয়াদের চেয়ে এবারের চিত্রটা কিছুটা আলাদা হতে পারে। কমপক্ষে দুটি ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলি হল-বাণিজ্য এবং অভিবাসন। গত অক্টোবরে ট্রাম্প ভারতের উচ্চহারে শুল্কনীতির সমালোচনা করেছেন ভারত আমেরিকার সাথে বাণিজ্য লেনদেনে উদ্বৃত্ত ভোগ করে, তাই আশঙ্কা ট্রাম্পও পাল্টা নীতি হিসেবে ভারতীয় দ্রব্যের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করবে। অন্যদিকে অভিবাসন প্রশ্নে আরও কড়া হবে ট্রাম্পের আমেরিকা। এখানেই বিপদে পড়বে ভারতের আইটি প্রতিষ্ঠানগুলি। এতদিন আমেরিকা 'ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি'র বহু চাকরি আউটসোর্স করতো, আর এই সুবিধা নিত ভারতের আইটি সেক্টরগুলো। তারা ওই দেশে অনসাইট কাজের জন্য প্রচুর কর্মী পাঠাতো যার জন্যে দরকার হত 'এইচআইবি' ভিসা। এই আউটসোর্সিং কমাতে ট্রাম্প ভিসা প্রদানে আরও কড়াকড়ি করবে, যেটা ভারতীয় আউটসোর্সিং ফার্মগুলোর কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ন্যাটো প্রচার অভিযানে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন তিনি রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ একদিনে বন্ধ করে দিতে পারেন। যদিও কিভাবে সেটা খোলসা করে কিছু বলেননি। ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বোঝাপড়ার সম্পর্ক শুধু ইউক্রেন নয় সমগ্র ইউরোপকে বিপদে ফেলতে পারে। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তিনি কিয়েভ ও মস্কো দুপক্ষকেই চাপ দিতে পারেন। রাশিয়াকে ইউক্রেনের অধিকৃত ভূমি ফেরত এবং রাশিয়ার ইউক্রেনকে ন্যাটো জোতে অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি মেনে নিয়ে একটা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সমাধানে পৌঁছতে পারেন যেটা ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ভালোভাবে নেবেনা উত্তর কোরিয়া প্রথম মেয়াদে উত্তর কোরিয়ার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। এবছরের জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়া ট্রাম্পের সাথে কিম জং উনের সুসম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। পোংগিয়াং এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে, আগামী দিনে ট্রাম্পের নতুন জমানায় দুই দেশের সম্পর্ক মার্কিন কর্মকৌশলের উপর নির্ভর করবে। প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প ও কিম জং উনের সিঙ্গাপুর বৈঠকের পরও দু'দেশের সম্পর্কের বিশেষ কোনও উন্নতি ঘটেনি। এবার ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর পক্ষে কাজ করতে পারেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়ামের উপর শুল্ক আরোপের মত ইস্যুগুলোতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ট্রাম্পের সাথে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিয়ে এসেছে, এবারও ট্রাম্পের সাথে সম্মুখ সমরে তারা 'ট্রাম্প প্রুফ' পলিসিতে ভরসা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে সেই প্রয়াস কতটা সফল হবে সেটা সময় বলবে। এর জন্য সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের শক্তি এবং কাঁচামালের নির্ভরতা কমাতে হবে

আগামী জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে শপথ গ্রহণ করে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ 'সিনেট' এবং নিম্নকক্ষ 'প্রতিনিধি পরিষদ'-এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অন্তর্বর্তী সময়ে তাঁর আর্থিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের সাথে বসে আগামী চার বছরের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করবেন, যার মধ্যে মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সারা বিশ্ব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

লেখক: অর্থনীতির অধ্যাপক

আনন্দকথা

ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই — মন্দির মার্জনা হয় না — চামচিকার বিষ্ঠা রয়েছে। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে ঃ

"মন্দির তোর নাহিক মাধব!
পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল!
তার চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা —

"যদি হৃদয়মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবানলাব করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয় — পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও!

"আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ।

"কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পরিত্যক্ত জায়গায় বিপুল কয়লার হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: একদিকে কয়লা লোহা বালি চুরি নিয়ে যখন অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার, এসব বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাদারবুনি ৬ নম্বর কোলিয়ারির অদূরে ম্যাগাজিন হাউসের কিছুটা দূরে ফাঁকা পরিত্যক্ত জায়গায় মিলল বিশাল পরিমাণে কয়লার স্তূপ।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবৈধ কয়লা বালি পাচার নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। পুলিশ প্রশাসনকে এই সমস্ত কারবার বন্ধ করার জন্য কড়া নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই নড়েচড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসতেই যেখানে লোহা ও বালি চুরির দায়ে দুর্গাপুরের দুই তাবড় তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন, ঠিক সেইখানে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে কয়লা চুরি যে অব্যাহত তার প্রমাণ মিলল। প্রায় কয়েক টন কয়লা সুন্দর ভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে ফাঁকা জায়গায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই এলাকায় এর বহুদিন ধরে এভাবেই চলে কয়লা চুরির চক্র। সব কিছু দেখেও পুলিশ প্রশাসন উদাসীন। প্রশ্ন উঠছে, লাউদোহার* ফরিদপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধেও, পাশাপাশি ইসিএলের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাদের হাতে সেই সিআইএসএফেরও নজর কেন পড়ছে না? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রাই একাংশ।

এই ব্যাপারে বিজেপি নেতা রূপক পাঁজার দাবি, লাউদোহা থানার বড়বাবু সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। রূপক বাবু বলেন লাউ দোহা থানা এলাকায় বিগতদিনে চুরি বেড়েছে, এলাকায় একটা খুন হয়েছিল যার কিনারা আজও করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ এখন ঠিক করে দিচ্ছে কোন জায়গায় কী রাস্তা হবে, যেটা রাজনৈতিক দলের ঠিক করার কথা। রূপকবাবুর দাবি,*লাউদোহা থানার পুলিশ শুধু সেখানেই ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, যেখানে টাকার ভাগ আছে।

রাস্তা দখল করে পিলার তোলায় অভিযুক্ত তৃণমূলের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রাস্তা দখল করে নিজের বিল্ডিংকে সুরক্ষিত করতে পিলার তোলার অভিযোগ উঠল অণ্ডালের উখড়া পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান সরণ সাইগলের বিরুদ্ধে। শুক্রবারে এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে উখড়া পঞ্চায়েত।

উখড়ার মা মাধাইগঞ্জ রোড থেকে ছোট্ট বাজারের ভেতর দিয়ে নেতাজি সুভাষ রোড পর্যন্ত রয়েছে রাস্তা। যে রাস্তার দুই পাশে বাজারের ভেতরে রয়েছে বেশ কয়েকশ দোকানদার। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সরন সাইগল নিজের একটা বিল্ডিংকে সুরক্ষিত করতে রাস্তার ওপর পিলার তৈরি করার ব্যবস্থা করছিলেন। পিলার তৈরির জন্য খোঁড়া হয়েছে, তাতে লেগেছিল মিস্ত্রি। আর এতেই চরম ক্ষুব্ধ বাজারের ব্যবসায়ীরা পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানান।

বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, ধীরে ধীরে রাস্তা সংকুচিত হয়েছে, তার ওপর যদি রাস্তায় পিলার তৈরি হয় তা হলে রাস্তা আরও ছোট হবে ফলে বাজারের ভেতর ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র আনা নেওয়ার চরম সমস্যা হবে, ঢুকবে না কোনও ভ্যান রিক্সাও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি নেতা ছোটন চক্রবর্তী জানান, এই উপপ্রধান কয়েক দিন আগেই বাজারের রাস্তা প্রসারিত করার জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের বাজারের রাস্তার ওপর থেকে সরানোর ব্যবস্থার জন্য পথে নেমেছিলেন, যাতে রাস্তা আরও চওড়া করা যায়। কিন্তু খোদ উপপ্রধানই নিজের বাড়িতে সুরক্ষিত করার জন্য রাস্তার সংকুচিত করে পিলার দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। উপপ্রধানের বিজেপি নেতা তথা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে হয় বচসাও। যদিও ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি উপপ্রধান তথা উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধানও।

বাজারের ব্যবসায়ী মনোজ পণ্ডিত জানান, উপপ্রধান গায়ের জোরে রাস্তার ওপর পিলার তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আর এই রাস্তার ওপর পিলার তৈরি হলে রাস্তা আয় ছোট হয়ে যাবে ফলে তাদের দোকানের জিনিসপত্র আনতে চরম সমস্যা হবে কেননা এই রাস্তা দিয়ে তখন ঢুকবে না কোনও টোটো বা ভ্যান রিক্সা। আর তাই তাঁরা উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। যদিও এই বিষয়ে উখড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে মুখ খুলতে চাননি।

আশিয়ানা হাউজিং লি.

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭

ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	মনীশ ওয়াধা	০০২৫৫২৮	৪৭৬২	৮৪৬৭১৬১-৮৪৬৮৯১০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০২৪

নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: নাবালিকাকে মদ্যপান করিয়ে প্রেমিক সহ তার তিন বন্ধু মিলে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার প্রেমিক সহ তিন অভিযুক্ত। কাউন্সিলরের বাড়ির ৩০ মিটারের মধ্যে স্কুল ক্যাম্পাসে নাবালিকাকে গণধর্ষণ। গ্রেপ্তার দুই নাবালক যুবক সহ তিন অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে অশোকনগরে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় অশোকনগরেরই বাসিন্দা এই নাবালিকাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে অশোকনগরের বাসিন্দা নাবালক প্রেমিক বৃহস্পতিবার রাতে একটি স্কুলের পিছনে অন্ধকার জায়গা নিয়ে আসে। সেখানে প্রথমে নাবালিকাকে মদ্যপান করানো হয়। এরপরে ওই নাবালক ডেকে ন্যায় আরও দুই বন্ধুকে। তিন বন্ধু মিলে গণধর্ষণ করে নাবালিকাকে। কোনও মতে নাবালিকা সেখান থেকে পালিয়ে গভীর রাতে বাড়ি পৌঁছায়। গোটা ঘটনা জানায় পরিবারের সদস্যদের। এরপরে অশোকনগর থানায় শুক্রবার দুপুরে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হতেই। ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তিন অভিযুক্ত যুবককে। এরপরে এসডিপিও হাবরা, সি আই হাবড়া, আইসি হাবড়া এবং অশোকনগর থানার ওসির উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা হয় নমুনা। কাকতালীয়ভাবে এই গণধর্ষণের ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৩০ মিটার দূরে কংগ্রেসের কাউন্সিলরের বাড়ি। কাউন্সিলের বাড়ির সামনে লাইট থাকলেও লাইট নেই স্কুল ক্যাম্পাসে। কাউন্সিলর রীতিমতো স্বীকার করে নিলেন যে স্কুল ক্যাম্পাসে লাইট থাকলে এই ঘটনা ঘটত না। কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে এমন ঘটনা ঘটায় প্রশ্ন তুলছেন অশোকনগরের স্থানীয় বাসিন্দারা।

আবাস তালিকায় যোগ্যদের বাদ!

সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে ‘গণআন্দোলনে’র হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবাস তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যোগ্যদের, এই অভিযোগ তুললেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। যে সমস্ত সরকারি কর্মীরা আবাস যোজনার তালিকা থেকে যোগ্যদের বাদ দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ‘গণআন্দোলন’ হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

গত লোকসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায় পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধানে ৫ দিনের জনসংযোগ কর্মসূচির তৃতীয় দিনে অসিত মজুমদার কোদালিয়া ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণায়ন এলাকায় যেতেই প্রধান সুকান্ত ঘোষ বিধায়ককে জানান, আবাস যোজনার জন্য ঠিকমতো সার্ভে হচ্ছে না। এরপরেই আবাস সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত এক পঞ্চায়েত কর্মীর বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিধায়ক। তিনি বলেন, ‘তুমি কোন হরিদাস পাল। যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য তারা ঘর না পেলে তোমার চাকরি করতে সমস্যা হবে।’

এরপর তিনি স্থানীয় বিডিওকেও ফোন করেন। আবাস প্রাপক হিসেবে ‘যোগ্য’ ব্যক্তিদের যে ৫ জনের নাম তিনি দিয়েছিলেন সেগুলি ধরে কেন সার্ভে হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জানা গিয়েছে, বিডিও স্পষ্ট জানান, তালিকায় যে নামগুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেই সার্ভে হচ্ছে। নতুন কোনও নাম তালিকায় বাইরে থেকে সংযোজন সম্ভব নয়। কেউ আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

যদিও বিধায়কের দাবি, যে ৫ জনের নাম তিনি পাঠিয়েছেন তাঁরা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য। সেই জন্যই তিনি নামগুলি পাঠিয়েছিলেন। এরপরেই অসিতবাবুর অভিযোগ, ‘যাঁরা আবাসের সার্ভে করছেন তাঁরা সরকারি কর্মী। তাঁরাই সরকারকে ডোবাচ্ছে। আমি জেলাশাসককে বলব এই কর্মীদের সাসপেন্ড করা দরকার। যোগ্যদের নাম লিস্টে নাম না থাকলে সেই দোষ কার? গরিব মানুষরা বঞ্চিত থাকছেন।’ বামেদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি।

যদিও হুগলি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা রয়েছেন বলেই তাঁদের বদনাম করার চেষ্টা করা হয়। পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’ এই সমস্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে নারাজ চুঁচুড়া মগরা ব্লকের বিডিও। তিনি জানান, তাঁর অফিসের বাইরে একটি অভিযোগ বাক্স রয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ আবাস নিয়ে অভিযোগ থাকলে জানাতে পারবেন।

ট্যাবের টাকা না ঢোকায় পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট ইনএক্টিভ থাকার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের ৪৫ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা না ঢোকায় সমস্যায় পড়েছেন ওই পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সেইমতো পুজোর আগে ২২০ জন ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকার কথা থাকলেও ৪৫ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে সেই টাকা ঢোকেনি বলে জানা গিয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফোনে জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দিয়েছিল তাদের অধিকাংশ অ্যাকাউন্ট ইনএক্টিভ থাকায় টাকা ঢুকতে পারেনি। ৪৪জনের অ্যাকাউন্ট ঠিক না থাকায়ও একজনের অ্যাকাউন্ট ভুল থাকায় সেই টাকা না ঢোকায় তারা সমস্যায় পড়েন। পুজোর পরে স্কুল খুললেও অনেক ছাত্রছাত্রী ছটপুজোর ছুটিতে তাদের গ্রামের বাড়িতে কেউ বিহারে আবার কেউ উত্তরপ্রদেশে চলে যায়। ফলে সেই পড়ুয়াদের ডেকে পরে সঠিক ভাবে অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে। সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে তাঁর দাবি।

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি কুলদীপ সিং ও একই দাবি করে জানিয়েছেন, তাঁরা দ্রুত সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। তবে এই বিষয়ে সরকারের কোনও গাফিলতি বা স্কুলের কোনও দোষ নেই বলে তিনি দাবি করেছেন।

RECRUITMENT
SWAMI VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION

No. SVCE/08 Dated: 20-11-2024

Swami Vivekananda College of Education, Vill-Modina, P.O.-Gobindapur, Dist.- Hooghly, Pin-712602, W.B. invites applications: For B.Ed. Section, Assistant Professors in subjects: Principal, Education (Method), Education (Foundation), Mathematics, Physical Science, Chemistry, Life science, History, Geography, Philosophy, Political Science, Music, Fine Arts.

Qualification: As per NCTE norms. Contact No. -9474848601.

Please send your CV within 7 (Seven) days to E-Mail- **recruitment.svce2022@gmail.com**

S/d
Secretary

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট
৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, চাঁদনিচক
কলকাতা - ৭০০০৭২

বিক্রয়ের জন্য নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, এবং ‘যেমন অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ২৪.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/ শাখার নাম/অ্যাকাউন্ট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	১. **শ্রীমতি মঞ্জু টিবলেওয়াল** স্বামী শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ টিবরেওয়াল ২. **শ্রী গৌরব টিবরেওয়াল** পিতা শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ টিবরেওয়াল ৩. **শ্রীমতি স্বেতা টিবরেওয়াল** স্বামী শ্রী গৌরব টিবরেওয়াল সকলের ঠিকানা - পি-৪৭৪, ব্লক কে, নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩। আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, প্রণামী অ্যাপার্টমেন্ট পি-১৫ মন্ডল টেম্পল লেন, বড়তলা মোড়, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ৪. **মেসার্স এনভিপি কমার্শিয়াল প্রা লি ডিরেক্টর শ্রীমতি নির্মলা কুমারী বনসাল**, স্বামী প্রয়াত বিজয় কুমার বনসাল, রেজি অফিস : ৭৭, চেতলা রোড, কলকাতা : ৭০০০১৯ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ১৫, ৮ম তল, রাজীব অ্যাপার্টমেন্ট, ১৯ বি, ম্যান্ডেভিলে গার্ডেন, কলকাতা : ৭০০০১৯। **শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট** **অ্যাকাউন্ট নং : ৫০৩৩৪৮৫৭৭৬৯**	**ক্রম নং খাতা নং, হাউস নং সাইট নং** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তলে, কমপ্লেক্স নাম ৭৭ এস্টেটস, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৯০৮ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ৩ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং, ১ লিভিং এবং ১ ব্যালকনি এবং এক কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্ট/একতলা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির উক্ত প্রেমিসেসে অংশ ডেভেলপারস বন্টন অংশ অবস্থিত ৭৭ চেতলা পো : আলিপুর, থানা : চেতলা, ওয়ার্ড নং ৮২, কলকাতা পুরসভা অধীন কলকাতা : ৭০০০২৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের জায়গা সহ বাস্তু জমি ১৩ কাঠা ১০ ছটাক। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৭৪ চেতলা রোড, **দক্ষিণে :** ৭৮ চেতলা রোড, **পূর্বে :** আদি গঙ্গা, **পশ্চিমে :** চেতলা রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :** উত্তরে: অন্যান্যর ফ্ল্যাট , দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়া, পশ্চিমে : প্রবেশ, লবি এবং সিঁড়ি।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৮৯,৯১,০০০.০০ টাকা ঘ) ৮,৯৯,১০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050334857769 ছ) ৬২,৭৩,৯৭৯.০০ টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী রাজেশ কুমার, অনুমোদিত অফিসার ৭৯০৪০২২৫৫৩

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বর পরিষেবা প্রদায়ের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৪

সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৫.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ১২.১২.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]

সংশ্লিষ্ট **২,০৩,৫৭,৩২১.০০ টাকা (দুই কোটি তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একুশ টাকা) ০৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং মূল্য সহ দাবি নোটিশ **১২.০৬.২০১৩** অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স প্রতিভা রেফ্রিজারেশন সেন্টার, স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী অঞ্জনা দাস জামিনদাতা শ্রী ভিক্টর দাস**-এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১ - ২২.৬৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৬,৪০০.০০ লাখ টাকা

ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ - **২০,০০০.০০ টাকা**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট, যমুনত্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল , ফ্ল্যাট নং এফ-৩, পার্কিং স্পেস সহ হোল্ডিং নং ৮৩৫(উ), হাউস নং ০২১১১৮৩, প্লট নং ৫৫৫, ৫৫৬ এবং ৭৪৩, আনন্দ বিহার হাউসিং কমপ্লেক্স মধ্যে, আরাডাঙ্গা, মুর্গাসোল, আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৩, পরিমাণ মোট এরিয়া ৮৭৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৮৩২১ তারিখ ৩০.০৯.২০০৮।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি অঞ্জনা দাস এবং শ্রী ভিক্টর দাস।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২৩.১১.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কৃষ্ণনগর P.N.B. হাইস্ট্রীট এর শাখার পক্ষ থেকে সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে তথা সরকারী দপ্তর এবং সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, কৃষ্ণনগর নদীয়া হাই স্ট্রীট সংলগ্ন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর শাখা রীতা মিত্রের (স্বামী- সুজিত মিত্র) দলিলখানি যার নম্বর ৪৬৬৫/২০২৪ দাগ নং-১৮৮১৬, খতিয়ান নং- ৬১৩৩৬, মৌজা- কৃষ্ণনগর, জে.এল. নং-৯২ উক্ত সম্পত্তিটি ব্যাঙ্ক বন্ধক রেখে ঋন দিতে ইচ্ছুক এবং উক্ত দলিল খানির আসল পিট দলিল যার নম্বর ২০২৫/২০০৯ রাস্তায় টোটোগাড়ী থেকে হারিয়ে গেছে। (জি.ডি. নং- ৩৮৫ তাং ০৬/০৫/২০২৪ কোতয়ালী থানা) উক্ত সম্পত্তিটিতে কারও কোন মালিকানা, স্বত্ব, দখল ও ঋন প্রদান করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা দপ্তর বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে পি.এন.বি ব্যাঙ্কের কৃষ্ণনগর শাখার ম্যানেজারের সাথে অথবা পাত্রবাজার নিকটস্থ পি.এল.পি দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **Mob. No. 8348442753.**

For Punjab National Bank
Senior Manager
Krishnagar Branch

NOTICE

Take notice that SADHANA BISWAS, wife of Late Basudeb Biswas, resident of Nilima Apartment, First Floor, Flat No. 4, 43/36, Jaffarpur Road, P.O. Nona Chandanpukur, P.S. Titagarh, District North 24 Parganas, Kolkata-700122, is the exclusive owner in respect of the property comprised in R.S. Dag No. 523, RS. Khatian No. 378, L.R. Dag No. 1574, L.R. Khatian No. 9678, J.L. No. 3, Mouza Nona, P.S. Titagarh, District North 24 Parganas, situated within the ambit of Ward No. 5 of Barrackpore Municipality.

The original three deeds in respect of the aforesaid property i.e. (i) Deed of Sale Being No. 00973 dated 03.03.2015. (ii) Deed of Sale Being No. 150500316 dated 31.01.2017, and (iii) Deed of Sale Being No.150500318 dated 31.01.2017, all registered in the office of ADSR, Barrackpore, have been lost from the custody of said SADHANA BISWAS.

A general diary has been lodged in the Titagarh Police Station vide GDE No. 1341 dated 21.11.2014 for loss of the aforesaid three deeds. But till date, no information has been received regarding loss of the aforesaid three deeds. If anyone shall search out the same, please intimate the undersigned within 7 (Seven) days from this date. No claims, demand shall be entertained after the aforesaid stipulated period.

MOHUA CHONGDER (SAMANTA)
Advocate, Judges' Court, Howrah
M: 9433078659

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया / Bank of India — BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কলকাতা জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বি.টি.এম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১
(টি বোর্ডের বিপরীতে)

সংযোজন এফ

থেকে :
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কালিকাপুর শাখা
৩৫৪, পূর্বাচল কালীতলা রোড, ১ম ফ্লোর
কালিকাপুর, কলকাতা-৭০০০৭৮

প্রতি
অভিজিৎ দেবনাথ এবং অদিতি সেনগুপ্ত
৪১এ রাজা রামমোহন রায় সরণি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা-৭০০০০৯
বর্তমান ঠিকানা-
ফ্ল্যাট নং বি-৬ তৃতীয় ফ্লোর, জিৎ হরাইজন অ্যাপার্টমেন্ট
প্রেমিসেস নং ২৮৮, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর
কলকাতা-৭০০০৯৯

মহাশয়/মহাশয়া,

দখল বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীন বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ৩০.১১.২০২৩ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ এবং শ্রীমতী অদিতি সেনগুপ্ত (হাউজিং লোন এ/সি-৪০৭৪৭৫১১০০০০০৫৪) -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত ৩০,২০,২৪৯ টাকা + ২৬.১১.২০২৩ থেকে ইউসিআই (ত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ টাকা) বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি (৩০.১১.২০২৩) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২০ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত ৩০,২০,২৪৯ টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জিৎ হরিজনদ নামে পরিচিত জি+৩ তলা বিল্ডিং এর ৩য় ফ্লোরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর বি-৬ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ১০৭১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের কার পার্কিং স্পেস সহ এবং নয়ানদ মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ১৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১০০ এর অধীনে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১০৯, প্রিমিসেস নং-২৮৮, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০১৫০ অভিজিৎ দেবনাথ এবং শ্রীমতী অদিতি সেনগুপ্ত এর নামে।

সম্পদ আইডি: ২০০০৬৭০২৫২১৭ **সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি:** ৪০০০৬৬০৬৮২৫৬

চৌহদ্দি:-	জমি	ফ্ল্যাট
উত্তরে:	আরএস দাগ নং ১৫৬ এর জমি দ্বারা	খোলা আকাশ
দক্ষিণে:	১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড	খোলা আকাশ
পূর্বে:	২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড	প্যাসেজ এবং সিঁড়ি
পশ্চিমে:	আরএস দাগ নং ১৫৬ এর জমি দ্বারা	খোলা আকাশ

তারিখ: ২০.১১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola — চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে **(নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত)** এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	**গঙ্গা প্রসাদ বসাক** **সুকান্ত বসাক** **কৈলাশ বসাক, জ্যোৎস্না বসাক, সকলের ঠিকানা :** যশহরা, চাকদহ, নদিয়া, যশহরা প্রে স্কুল, চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২২২, **গঙ্গা প্রসাদ বসাক, সুকান্ত বসাক, কৈলাশ বসাক, জ্যোৎস্না বসাক,** **সকলের ঠিকানা :** মৌজা : যশহরা, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ১২, দাগ নং ৪৯০, এলআরপি এস চাকদহ, জেলা : নদিয়া। খতিয়ান নং ১৮৯৬, ১৪৪৬ (এলআর), ৩৬৪ (আরএস), যশহরা প্রে স্কুল , চাকদহ, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪১২২২। **লোন এ/সি নং এলএপি৪কেআরএন০০০০৫৪৬০৬।**	১৬.০৯.২০২৪	**২০২৩৮৪১ টাকা** (কুড়ি লাখ তেইশ হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা) লোন অ্যাকাউন্ট নং LAP4KRN00 0054606 ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী	মৌজা : যশহরা, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ১২, দাগ নং ৪৯০ (এলআর) , খতিয়ান নং ১৮৯৬, ১৪৪৬ (এলআর) ৩৬৪ (আরএস), থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, গ্রাম : যশহরা, পো এবং থানা : চাকদহ, ওয়ার্ড নং ৫, চাকদহ পুরসভা অধীন, নদিয়া ৭৪১২২২। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** সৈকত সাহার জমি। **উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক। **দক্ষিণে :** ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট সড়ক।	দখলের তারিখ - ১৯.১১.২০২৪

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা- যাদবপুর
১৪/১, বাঘাযতীন, এসপিডি ব্লক, বাঘাযতীন, কলকাতা -৭০০ ০৮৬

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী/বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “সেখানে যা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে, আগামী **২৬.১২.২০২৪** তারিখে, **সকাল ১০.০০ টা** থেকে **বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদারের নাম / ঠিকানা / শাখা / অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স বুল বুল হাট** (ঋণগ্রহীতা) (অংশীদারগণ সঞ্জয় বণিক, সঞ্জীব বণিক, সুমারজিৎ বণিক) সি/৮, বাঘাযতীন, কলকাতা - ৭০০০৯২ **সঞ্জয় বণিক** (অংশীদার, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **সঞ্জীব বণিক,** (অংশীদার, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা , ৭০০০৯২ **সঞ্জীব বণিক,** (অংশীদার, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **সুমারজিৎ বণিক,** (অংশীদার, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **সুধা বণিক** স্বামী- সঞ্জয় বণিক (জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ **রমা বণিক** স্বামী- সঞ্জয় বণিক (জামিনদার) মেসার্স বুল বুল হাট, এ/১/১, বাঘাযতীন, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা - ৭০০০৯২ শাখা: **যাদবপুর, কলকাতা** অ্যাকাউন্ট নং : **৫০০২৬৯২৭৬৬৯**	প্রায় ২ কাঠা ১৫.৫ ছটাক জমি এবং তার মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান ঘর, প্রথমতলায়, প্রায় ১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা বদেরাইপুর, দাগ নং ৬২৩ এবং ৬২৬ প্লট নং. ৭৯৯, সার্ভে প্লট নং ৩৪, পৌর প্রেমিসেস নং. ১৩৭, বাঘাযতীন, ব্লক সি, মেইলিং ঠিকানা সি/৮, বাঘাযতীন মেইন রোড, ওয়ার্ড নং ১০২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৯২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং ১৭৭, পৃষ্ঠা ১৯০ থেকে ১৯৯, ২০০১ সালের বিয়িং নং ৫১১৯ এর অধীনে এডিএসআর আলিপুরে নিবন্ধিত শ্রী সঞ্জয় বণিক, শ্রী সুমারজিৎ বণিক ও শ্রী সঞ্জীব বণিক এর নামে, সকলের পিতা প্রয়াত মাখনলাল বণিক এবং এটি **নিম্নোক্ত মতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে-** প্লট নং ৮০০ এর অংশ - বাঘাযতীন ব্লক সি/৭ প্রেমিসেস, **দক্ষিণে-** প্লট নং ৭৯০, প্রেমিসেস, নং - সি/৯ বাঘাযতীন, **পূর্বে-** প্লট নং ৭৯০ বাঘাযতীন ব্লক সি/ ৯, **পশ্চিমে-** পিডব্লিউডি রোড দ্বারা।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ১৭,১৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭১,৯০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০.০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র) চ) IDIB10483886560 ছ) ১৫,৪২,৭৬৩.০০ টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তি : প্রশান্ত আনন্দ, অনুমোদিত অফিসার, ৯৫৩২৩৩৪২৩৮ -তে

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি: support.ebkray@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com -এ ইমেল করুন।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

তারিখ: ২২.১১.২০২৪, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আরামবাগে ন্যাড়া পোড়ানো, বাড়ছে দূষণ !

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আরামবাগ মহকুমার চাষের জমিতে অবাধে চলতে দেখা যাচ্ছে ন্যাড়া পোড়ানো। স্বাভাবিক ভাবেই তাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে কৃষি ও পরিবেশবিদরা। এই ধান কাটার মরশুমে ন্যাড়া পোড়ানো বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় ব্লক প্রশাসনের কৃষি আধিকারিকরা চাষিদের নিয়ে ন্যাড়া পড়ানো বন্ধ করার জন্য সচেতনতা মুলক বৈঠক করছে। সেই মতো হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন সমবায়ে এলাকার চাষিদের নিয়ে আলোচনা সভা তথা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে একদিকে যেমন চাষিরা উপস্থিত ছিলেন তেমনই ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে কৃষি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আগের বছরে জেলার সর্বত্র অবাধে চলতে দেখা যায় চাষের জমিতে ন্যাড়া পোড়ানো। এর ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন মাত্রা ছাড়ায় তেমনই নষ্ট হয়ে যায় জমিতে থাকা উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান। এই ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে কৃষি ও পরিবেশবিদরা। শীত পড়তে না পড়তেই দূষণের ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে দেশের রাজধানী শহর দিল্লি। কলকাতাতেও বেড়ে চলেছে দূষণের মাত্রা।

দূষণজনিত এমন পরিস্থিতি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কৃষি দপ্তর ও পরিবেশবিদরা জমিতে ন্যাড়া পোড়ানো থেকে চাষিদের বিরত হওয়ার কথা বারে বারে বলে চলেছেন। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে এই বছরও চলছে জমিতে ন্যাড়া পোড়ানো। জমিতে ন্যাড়া পোড়ালে দু'ভাবে ক্ষতি হয়। প্রধানত জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়ত জমির মধ্যে চাষিদের বন্ধু পোকা মরে যায়। চাষিদের জমির ফসলের উৎপাদন কমে যায় ।তাছাড়া পরিবেশ দুষিত হয়ে মানব সমাজের ক্ষতি করে। তাই ন্যাড়া পোড়ানো বন্ধ করা প্রয়োজন।

আরামবাগ ব্লকের একজন কৃষি আধিকারিক জানান, ন্যাড়া পোড়ানো বন্ধের জন্য চাষীদের বার্তা দেওয়া হয়। বলরামপুর এলাকার চাষি পবিত্র ঘোষ জানান, শীতের সময় ধান কাটা হয়। বর্তমানে মাঠে মেশিনে ধান কাটা হওয়ায় খড় মাঠেই পড়ে থাকে। তাই অনেক চাষি সেই খড়ে আগুন লাগিয়ে দেন। কিন্তু আদতে ক্ষতি হয় চাষিদেরই। কিন্তু ওই অবশিষ্ট খড়গুলি বাড়ি নিয়েও যাওয়া যাবে না। তা হলে খড়গুলো নিয়ে কী হবে। সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন যদি কৃষি দপ্তর দেয় তা হলে চাষিরা তা মেনে নেবে এবং চাষিরা উপকৃত হবে। আবহাওয়া ও পরিবেশ দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, এমনটা যদি বাংলার বুকে চলতে থাকে তা হলে দিল্লির মতো এই বাংলার গ্রামীণ এলাকাও দূষণের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাই চাষি এলাকার মানুষকে সচেতন হতে হবে এবং ন্যাড়া পোড়ানো বন্ধ করতে হবে।

নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতী প্রবেশের অভিযোগ, আবাসিক পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের লেডিজ হস্টেলের পর এবার গভীর রাতে নার্সিং হস্টেলে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির অভিযোগ। সম্প্রতি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে থাকা ওই নার্সিং হস্টেল চত্বরে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। তারপরই নড়েচড়ে বসে নার্সিং কলেজ ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুলিশে খবর দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে নার্সিং স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডের আবহে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক পড়ুয়াদের লেডিজ হস্টেলে একাধিকবার দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের পরেও হুঁশ ফেরেনি ওই মেডিক্যাল কলেজের ক্যাম্পাসেই থাকা নার্সিং স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর ছবি তার অন্যতম প্রমাণ। গভীর রাতে তোলা সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে নার্সিং হস্টেলের ক্যাম্পাসে তিন যুবক দৌড়াদৌড়ি করছে। কী কারণে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে তা ভিডিওতে পরিষ্কার নয়। নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই ছবির সত্যতা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, গত ১৮ নভেম্বর গভীর রাতে এক দুষ্কৃতী মেডিক্যাল কলেজে রোগীর এক পরিজনের কাছ থেকে মোবাইল চুরি করে। সেই চোরকে রোগীর পরিজনেরা তাড়া করতে শুরু করলে দুষ্কৃতী আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে পড়ে নার্সিং হস্টেল চত্বরে। পরে সেখান থেকে সে ছুটে চলে যায় অন্যত্র। তড়িঘড়ি বিষয়টি জানানো হয় বাঁকুড়া সদর থানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামলেও দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা। কিন্তু কী ভাবে বহিরাগত ওই দুষ্কৃতী আচমকাই ঢুকে পড়ল ওই নার্সিং হস্টেলে?

জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের একাংশে রয়েছে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ নার্সিং ও নার্সিং ট্রেনিং স্কুল। কলেজ ও স্কুলের উলটো দিকে একই ক্যাম্পাসের মধ্যে রয়েছে ওই স্কুল ও কলেজের দু'টি পৃথক হস্টেল। দু'টি হস্টেল মিলিয়ে পড়ুয়া আবাসিকের সংখ্যা ৩৭৭ জন। দু'টি হস্টেলের জন্য একটি কমন প্রবেশপথ রয়েছে। দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে দু'টি হস্টেল থেকেই আবাসিকদের যাতায়াতের জন্য ২৪ ঘণ্টাই খোলা রাখা হয় কমন মেইন গেট।

অভিযোগ, গেটে কোনও নিরাপত্তারক্ষীর বালাই নেই। নেই সিসি ক্যামেরার নজরদারিও। ফলে যে কেউ দিনে বা রাতের যে কোনও সময়ে প্রবেশ করতে পারে ওই হস্টেলে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ওই দুস্কৃতি সেদিন ঢুকে পড়েছিল ওই হোস্টেলে। আর জি কর কান্ডের আবহে যখন একাধিকবার বাঁকুড়া চিকিৎসক পড়ুয়াদের লেডিজ হোস্টেলে দুস্কৃতি প্রবেশের ঘটনা ঘটেছে তখন কেন নার্সিং হোস্টেলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়নি? ঘটনা ঘটার পর যেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে এত তৎপর তখন কেন আগেভাগে ব্যবস্থা নেওয়া হল না সেই প্রশ্ন উঠছে।

আজ উপনির্বাচনের গণনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ রাজ্যের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গণনা। ওই ছয় কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে তালডাংরা বিধানসভা। উপনির্বাচনের গণনা শুরু হবে শনিবার সকাল থেকে। তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনের গণনা হবে সিমলাপালের মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়। ভোট গ্রহণের পরের দিন থেকেই কড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে সমস্ত ইভিএম, ভিভি প্যাড মেশিন। শুক্রবার সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্র সিমলাপাল মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পাশাপাশি গণনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গণনা কেন্দ্রে।

২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এই বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিল। বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ হয়ে যাওয়ায় এই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গত ১৩ নভেম্বর এলাকার ভোটাররা তাদের মত দান করেছেন। উপনির্বাচনে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস ও একজন নির্দল প্রার্থী সহ মোট পাঁচজন এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে সব দলই গণনার ফলাফলের আগে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রতিটি দলের পক্ষ থেকেই গণণার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

সিপিএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মূলত ২৬ এর বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখেই উপনির্বাচনে ভোটে লড়া। তবে আরজি কর ইস্যুতে তৃণমূল অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে দাবি সিপিএম নেতৃত্বের। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কমবে বলে সিপিএম আশাবাদী। প্রধান বিরোধীদল বিজেপির দাবি, তালডাংরা বিধানসভার নির্বাচনে জয় একেবারে নিশ্চিত। কারণ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মানুষ ইভিএমে জবাব দিয়েছেন বলে বিজেপির দাবি।

তবে তৃণমূলের গলায় একেবারে উলটো সুর। তৃণমূল জয়ের ব্যাপারে ভাবছে না, জয়ের ব্যবধান কতটা বেশি হবে সে নিয়েই ভাবনা। তৃণমূলের দাবি, পশ্চিম বাংলার মাটি বিজেপির কাছে দুর্জয় ঘাঁটি হয়েই রয়ে যাবে। পাশাপাশি সিপিএমের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না বলে তৃণমূল দাবি করে। এখন দেখার বিষয় তালডাংরা বিধানসভার উপ নির্বাচনে শেষ হাসিকে হাসেন।

কর্তব্যে গাফিলতি!

বারাবনির ওসি সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী কয়লা বালি সহ একাধিক অবৈধ কারবার রোধে কড়া ভাষায় নিচুতলার পুলিশ এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যারা এই কারবারে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপরেই অপেশাদার সুলভ আচরণের অভিযোগে এক ওসিকে সাসপেন্ড করা হল। কয়লা বালির জন্য নাকি অন্য কোনও কারণে সাসপেন্ড তা অবশ্য কমিশনারের থেকে পরিষ্কার করা হয়নি।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে বারাবনি থানার ইনচার্জ মনোরঞ্জন মণ্ডলকে সাসপেন্ড করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী। সূত্রের খবর, আরও বেশকিছু থানার অফিসার এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের নেতার নাম থাকতে পারে এই তালিকায়। আপাতত মনোরঞ্জন মণ্ডলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন গোয়েন্দা ব্যর্থতায় কয়লা পাচার, বালি পাচার, জাল নোটের কারবার, ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্রের চোরাচালান হচ্ছে রাজ্যে। অপরাধীদের সঙ্গে সিআইএসএফ ও পুলিশের যোগসাজশ রয়েছে। বদনাম হচ্ছে তৃণমূল। এমন অভিযোগ তুলে সর্বস্তরে রদবদলের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই বারাবনি থানার ইনচার্জকে সাসপেন্ডের নোটিশ। যদিও এই সাসপেন্ড কী কারণে তা স্পষ্ট নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া নির্দেশের পর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে।

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে মেয়ের বাবাকে খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পড়শি যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মেয়ের বাবাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নিজাম উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বারাসাত জিআরপি ও মাটিয়া থানার যৌথ উদ্যোগে হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নিজাম উদ্দিন মোল্লাকে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সে হাওড়া থেকে ভিন রাজ্যের ট্রেন ধরে অন্য রাজ্যে ঘাঁটি গড়ার মতলবে ছিল। কিন্তু পুলিশের তৎপরতা অবশেষে সেই ইচ্ছা পূরণ হল না নিজামের। শুক্রবার তাকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রতিবেশী যুবক নিজাম উদ্দিন মোল্লা প্রস্তাব দিয়েছিল। সে তেমন কিছু করে না বলে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছিল মেয়েটির বাবা জব্বার মোল্লা। অভিযোগ, পড়শি যুবকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার আক্রোশে মেয়েটির বাবা বছর ৫৫ এর জব্বার মোল্লাকে কুপিয়ে খুন করে প্রতিবেশী যুবক নিজাম। গত মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া এলাকায়। খুনের পালটা বাসিন্দারা অভিযুক্ত যুবকের বাড়িতে বেপরোয়া ভাঙচুর করেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিন ও তার পরিবার পলাতক ছিলো। বারাসাত জিআরপি থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নিজামকে।।

শিশুকে বাঁচাতে ১৬ কোটি প্রয়োজন, রাজ্য-কেন্দ্রের দ্বারস্থ বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মারণ রোগে আক্রান্ত ফুটফুটে একরত্তি শিশুকন্যা, ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করলে বেঁচে যাবে প্রাণ, মেয়ের জীবন ফিরে পেতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্তনাদ বাবা-মায়ের। ১০ থেকে ১৫ হাজার শিশুর মধ্যে একমাত্র একজনই আক্রান্ত হয় এই বিরল রোগে। হ্যাঁ এমনই এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন দিশেহারা নদিয়ার রানাঘাটের ছোট্ট অস্মিকার পরিবার। বয়সটা মাত্র ১০ মাস। আর ৬ মাসেই এই রোগে আক্রান্ত হয় শিশুকন্যা। ফুটফুটে নজরকাড়া চেহারা যেন আরও রোগ যন্ত্রণার শিকার হয়ে উঠেছে। মেয়ের প্রতিটা মুহূর্তের কষ্ট এখন কুরে কুরে খাচ্ছে বাবা শুভঙ্কর দাস এবং মা লক্ষ্মী দাসকে।

বাবা শুভঙ্কর দাসের কথায়, তিনি একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, কিন্তু বিগত চার মাস ধরে কাজ করতে পারছেন না। অস্মিকা জন্মানোর পরে যখন ৬ মাস বয়স হয়, আর পাঁচটা শিশুদের মতো স্বাভাবিক ছিল না। তখনই ডাক্তার দেখাতে শুরু করে অস্মিকার মা-বাবা। কলকাতার এক সনামধন্য চিকিৎসক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্টকে দেখানো হয়, তারপর আস্মিকার জিন টেস্ট করে অপেক্ষা করা হয় কুড়ি দিন। তারপরেই এই বিরল রোগের রিপোর্ট সামনে আসে।

জানা যায়, অস্মিকা স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি টাইপ ১ রোগে আক্রান্ত। এরপর মেয়েকে নিয়ে চলে যান বেঙ্গালুরু, সেখানেও হল না সমাধান। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, এই রোগের ওষুধ নেই ভারতে। চিকিৎসকদের এই কথা শুনে দিশাহীন হয়ে যান তাঁরা, পরবর্তীতে জানতে পারে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল নভাটিস নামক একটি কোম্পানি এই মারণ রোগের ওষুধ তৈরি করেছেন, যার মূল্য ১৬ কোটি টাকা। চিকিৎসকদের কথায় প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে ওষুধটি ভারতে ইমপোর্ট করা যেতে পারে, সেখানেও রয়েছে সময়সীমা। দেড় বছর বয়সের মধ্যে এই মারণ রোগের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে অস্মিকাকে। না হলে হয়তো আর শেষ রক্ষা করা যাবে না। এমত পরিস্থিতিতে শুধু দিশাহীন অসহায় মা বাবা। রীতিমতো করজোড়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আর্তনাদ জানাচ্ছেন অস্মিকার বাবা মা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের জটিল রোগের কথা ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই আসছেন অস্মিকাকে দেখতে, করছেন সাধ্যমতো সাহায্যও, কিন্তু এত বড় জটিল রোগের সমাধান কী করে করা সম্ভব। ১৬ কোটি টাকা কী ভাবে জোগাড় করবেন তাঁরা। যত দিন যাচ্ছে ততই নষ্ট হচ্ছে সময়। শিশুকন্যার মা লক্ষ্মী দাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে আবেদন করছেন, তাদের পাশে একটু দাঁড়ানোর জন্য। কারণ সাধারণ পরিবার হয়ে এত টাকা কী ভাবে জোগাড় করবেন তাঁরা? এটা ভেবেই যেন কুল পাচ্ছেন না।

চিকিৎসক ছেলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উই ওয়ান্ট জাস্টিস খোদ বাবা-মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাবা-মাকে মারধর দিয়ে ঘরছাড়া করার অভিযোগ উঠল গুণধর চিকিৎসক ছেলের বিরুদ্ধে। পুলিশের দ্বারস্থ নির্যাতিতা। চিকিৎসক ছেলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উই ওয়ান্ট জাস্টিস খোদ বাবা-মায়ের। মর্মান্তিক ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার যসাইকাটি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাবাল পাড়ার।

বছর ৬৫-র বাবা গোলামনবি গাইন, বছর ৫৮-র মা আকলিমা বিবির একটি কন্যাসন্তান আছে। একমাত্র ছেলে বছর ৩৬-র নাজিমুদ্দিন গাইন পেশায় চিকিৎসক। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি বারাসতে একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে প্র্যাকটিস করেন। একবছর আগে মাটিয়া থানা এলাকায় বিয়ে হয় তাঁর। বউমা মহাসিনা পারভিনের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই বাবা-মায়ের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের শেষ সম্বল জমিটুকু হাতানোর চেষ্টা করেনন চিকিৎসক ছেলে।

বাবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শারীরিক ভাবে তিনি একেবারে অক্ষম, কিছু চাষের জমি রয়েছে সেইটা লোক দিয়ে চাষবাস করে কোনও রকম দিন গুজরান করেন হতদরিদ্র দুঃস্থ পরিবার। বাবা স্বপ্ন দেখতেন ছেলেকে চিকিৎসক করবেন। যে একসময় পরিবারের হাল ধরবে। সেই মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি করে, চাষবাস করে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে ডাক্তার বানিয়েছেন। এই কাজ করতে গিয়ে শরীরের ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়, শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যান।

অভিযোগ, এভাবেই চলছিল, কিন্তু গত একবছর ধরে শারীরিক মানসিক অত্যাচার শুরু করেন চিকিৎসক ছেলে। ঘরে বিবাহযোগ্য কন্যাসন্তান রয়েছে তাঁকেও বিয়ে দিতে পারছেন না। নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। ছেলে চাপ দিচ্ছে জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ার জন্য। তাতে রাজি না হওয়াতে মারধর শুরু করেছে চিকিৎসক ছেলে। বাবা মায়ের দাবি, 'আমাদের খেতে দিতে হবে না, আমরা শান্তিতে সুস্থ ভাবে বাঁচতে চাই। ছেলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।' এই দাবি নিয়ে সোজা বাদুড়িয়া থানা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন চিকিৎসকের বাবা-মা। তাঁরা চাইছেন ন্যায্য বিচার, উই ওয়ান জাস্টিস। এই নিয়ে ছেলে স্ত্রী কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পালটা বাবা-মার বিরুদ্ধে বউমা বাদুড়িয়া থানার দ্বারস্থ হয়েছে। একজন চিকিৎসকের এহেন পাশবিক অত্যাচার নিন্দার ঝড় উঠেছে।

নতুন কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে শুক্রবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এটিএম আব্দুল্লাহ ওরফে রনি। এর আগে এই পদে ছিলেন একেএম ফারহাদ। কাজের গাফিলতির কারণে গত ২২ অক্টোবর অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়াতে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন পুনরায় এই পদে বসেন এটিএম আব্দুল্লাহ।

তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ওপর ভরসা রেখেছেন, প্রথমেই তাঁদের ধন্যবাদ জানাব। কয়েকদিনের মধ্যেই দপ্তরের কাজ বুঝে নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর পরামর্শে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে তরান্বিত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। দপ্তরে বসে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে তার সমাধান করব। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজ যাতে ঠিকঠাক হয় ও মানুষ যাতে পরিষেবা পায় সে দিকে নজর রাখব।'

সভাধিপতি বলেন, বন ও ভূমি জেলা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই পদটি খালি থাকায় উন্নয়নের কাজে সমস্যা হচ্ছিল। তাই দলের নির্দেশে ও জেলা পরিষদের সকল সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে এটিএম আব্দুল্লাহকে কর্মাধ্যক্ষ করা হল

১ টি স্বনির্ভর দল রান্নার কাজে, বঞ্চিত ৮, প্রতিবাদে স্কুলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এলাকার ৮টি স্বনির্ভর দলকে বঞ্চিত করে লাগাতার ভাবে রান্নার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন একটি স্বনির্ভর দলের সদস্যারা। এই ঘটনায় এবার স্কুলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন বঞ্চিত ৮টি স্বনির্ভর দলের সদস্যারা। স্কুল তালাবন্ধ করে দেওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় পঠনপাঠন ও মিড ডে মিল রান্না। ঘটনা বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার ভাদাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের ভাদাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সবমিলিয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৮ জন। স্কুলে রয়েছেন ২ জন শিক্ষক। স্কুলে মিড ডে মিল শুরু হওয়ার সময় থেকেই মিড ডে মিল রান্নার দায়িত্বে ১টি স্বনির্ভর দলের সদস্যারা। ধীরে ধীরে ওই গ্রামে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন তা দাঁড়িয়েছে ৯টিতে। কিন্তু স্কুলে মিড ডে মিলের দায়িত্ব পায়নি অপর ৮টি স্বনির্ভর দল। গ্রামের ৮টি স্বনির্ভর দলকে বঞ্চিত করে শুধুমাত্র একটি স্বনির্ভর দলকে দিয়ে মিড ডে মিল রান্না করার সুযোগ দেওয়ার প্রতিবাদে বারেবারে স্কুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বঞ্চিত স্বনির্ভর দলের সদস্যারা। কিন্তু হাল বদলায়নি। এবার তাই বঞ্চিত ৮টি স্বনির্ভর দলের সদস্যারা সম্মিলিত ভাবে স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে দিলেন।

শুক্রবার সকালে স্বনির্ভর দলের মহিলারা স্কুলের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়ায় স্কুলে প্রবেশই করতে পারেননি স্কুলের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। ফলে পঠনপাঠনের পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যায় মিড ডে মিলও। বিক্ষোভকারী স্বনির্ভর দলগুলির সদস্যাদের দাবি, কোনও একটি দলকে নয় গ্রামের প্রতিটি স্বনির্ভর দলকেই পালা করে মিড ডে মিল রান্নার সুযোগ দেওয়া হোক। স্কুলের শিক্ষকদের দাবি, স্কুলে মিড ডে মিল রান্না কোনও স্বনির্ভর দল করবে সে বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ব্লক প্রশাসনের নির্দেশেই তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাই দায়িত্ব বদল করতে হলে ব্লক প্রশাসনই তা করতে পারবে।

কাঁকসা থানার আইসিকে বদলির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বারাবনির ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে সাসপেন্ড করা করার পরেই এবার কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষকে বদল করা হলো। পার্থ ঘোষকে সরিয়ে তাকে ভবানীভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে অফিসার অন কম্পালসারি ওয়েটিং অফিসার হিসাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে। আইসির বদলির খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাঁকসায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । বারাবনির পরে কাঁকসায় পদক্ষেপ নিলো রাজ্য প্রশাসন। লোহা কারবারের লাগাম পড়াতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নাকি অবৈধ বালি কারবার রুখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া হল তা নিয়েই চলছে জোর চর্চা। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরেই এমন সিদ্ধান্ত বলে অনুমান সকলের। তবে সূত্রের খবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছেন বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

বিস্ফোরণে গুরুতর আহত দুই পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: হঠাৎ বিস্ফোরণে গুরুতর আহত দুই পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। আহত দুই পড়ুয়ার নাম শিবা রায় ও সায়ন চক্রবর্তী। শুক্রবার দুপুর আনুমানিক ১ টা ৪০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে স্কুলের পাশের রাস্তায়। পড়ুয়ারা উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়ুয়া রাজাপুর হাইস্কুলের পড়ুয়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের পাশের রাস্তা নির্মাণের জন্য শুক্রবার সকালে লরি ভর্তি করে পাথর ফেলা হয়েছে। শিবা এবং সায়ন স্কুলের টিফিন সময়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য স্কুল থেকে বের হয়। স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল খাবার খেতে সেই সময় রাস্তার পাশের জড়ো থাকা পাথর থেকে কিছু খেলার জন্য খুঁজছিল। তখন ঘটেছে বিপত্তি।

আহত হয় দুই পড়ুয়া যার মধ্যে এক পড়ুয়া শিবার দাবি, পাথরের মধ্যে দু'টি তার দেখে তারা সেটি হাত দিয়ে ধরে। যার অপর মাথায় লম্বা বস্তু ছিল। তারা কিছু বুঝতে না পেরে সেটি পাথরের ওপরে রেখে দেয় এবং তাদের সংগ্রহের জন্য পাথর খুঁজতে থাকে, সেই সময় হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ ঘটে যার আঘাত লাগে দুই পড়ুয়া সায়ন এবং শিবার। বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ছুটে এসে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে দুই পড়ুয়া তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সায়নকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সায়নের পায়ে কিছুটা আঘাত হয়েছে কিন্তু শিবার আঘাত গুরুত্ব হওয়া তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে খবর, শিবার দুই হাতে একাধিক ক্ষত হয়েছে। হাতের মধ্যে ছোট ছোট পাথরের কুচি এবং ধাতব বস্তু ঢুকেছিল। শিবার ডান হাতের তিনটি আঙুল বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে একাধিক সেলাইও পড়েছে। বনগাঁ হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থায় স্থিতিশীল। তবে কী থেকে এই বিস্ফোরণ তা এখনও পরিষ্কার নয়। বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয়দের দাবি, পাথরের সঙ্গে বিস্ফোরকের মতো কিছু এসেছিল তার থেকে এই বিস্ফোরণ। এই রাস্তার একাধিক জায়গায় পাথর ফেলা হয়েছে, সেখানে আর কোনও বিস্ফোরক আছে কি না তা দেখুক প্রশাসন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনগাঁ থানার পুলিশ। তারা ঘটনাস্থল থেকে দু'টি তার উদ্ধার করেছে এবং কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে। কথা বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও আহত পড়ুয়াদের সঙ্গে। ইলেকট্রনিক্স ক্যাপাসিটর থেকে বিস্ফোরণ বলে দাবি পুলিশ সুপারের। বনগাঁ খড়ুয়া রাজাপুর হাই স্কুলের পাশের রাস্তায় বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার বলেন, ওখানে পাথরের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স ক্যাপাসিটর ছিল এটি থেকে ছোট একটি বিস্ফোরণ হয়। এই ধরনের ক্যাপাসিটর সাধারণত ফ্যানে তথা টেলিফোন লাইনে ব্যবহার করা হয় বলে দাবি পুলিশ সুপারের।

মুক্তিপণের দাবি, নাবালিকার আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। শুক্রবার সকালে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার মৃতদেহ নিজের ঘর থেকে উদ্ধার হয়। মৃত নাবালিকার নাম সোহানা মল্লিক (১৩)। সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে এক যুবক তাকে ফোনে উত্ত্যক্ত করছিল। বৃহস্পতিবার তার বাড়ির ফোনের হোয়াটসঅ্যাপে ওই যুবক একটি এডিট করা ছবি পাঠিয়ে ৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়। এরপরেই সোহানা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে পরিবারের ধারণা। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। পুলিশ ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

দুঃস্থদের জন্য ১ টাকার পাঠশালার উদ্যোগ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গরিব দুঃস্থ শিশুদের পড়াশোনার কোচিংয়ের ব্যবস্থা করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। নামকরণ করা হয়েছে ১ টাকার পাঠশালা। আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কের উদ্যোগে তাঁর বিধানসভায় এরকম দু'টি পাঠশালা চালু হল। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তালকুড়ি ও কালাঝরিয়া গ্রামে চালু হল এই এক টাকার পাঠশালা।

বর্তমান অর্থব্যবস্থায় এক টাকার কোনও মূল্য না থাকলেও এক টাকায় শিক্ষা পাওয়া যায়। শুনে অবাক হলেও এই রকম উদ্যোগ নেওয়া হল আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার তালকুড়ি ও কালাঝরিয়া গ্রামে। এখানে শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের পড়ানো হবে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কারণে তাদের অভিভাবকরা শিশুদের টিউশনে দিতে পারে না। তাই এক টাকার পাঠশালা চালু করা হল। এখানে শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের পড়াশোনা করানো হবে। আপাতত তালকুড়ি এবং কালাঝরিয়া গ্রামে এই পাঠশালা চালু করা হল। পরে বিস্তীর্ণ এলাকায় দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বর্তমানে এই দু'টি পাঠশালায় ৬০ জন পড়ুয়া রয়েছে। এক টাকার পাঠশালা চালু হওয়ায় খুশি গ্রামের মানুষ। তাঁরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অগ্নিমিত্রা বলেন,' আমার বিধানসভা এলাকার প্রতিটি গ্রামে এক টাকার স্কুল চালু করা হবে। এলাকারই শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাঁরাই মূলত স্কুলগুলিতে পড়াবেন।' অগ্নিমিত্রার কথায় শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, অর্ধশিক্ষিত কিংবা অক্ষর জ্ঞানহীন অভিভাবকদেরও শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা হবে এই স্কুলগুলি থেকে।

বিধায়কের বাবা তথা এক স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার কর্ণধার অশোক রায় বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যশিবির করেছি। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজও আমরা করে থাকি। এবার শিশু এবং তাঁদের অভিভাবকদের শিক্ষার আলোয় আনতে স্কুলগুলি আমরা পরিচালনা করব। এই স্কুলগুলিতে খাতা, বই, পেন, স্কুল ব্যাগ এবং অন্যান্য পড়াশোনার সামগ্রী আমরা বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করব।'

ছত্তিশগড়ে যৌথবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে হত ১০ মাওবাদী

উদ্ধার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক

রায়পুর, ২২ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হলেন ১০ মাওবাদী। শুক্রবার সকালে এই সংঘর্ষ হয় রাজ্যের কন্টার ভেজ্জি এলাকায়।

গোপন সূত্রে কন্টা থানার পুলিশের কাছে খবর আসে ওড়িশা হয়ে এক দল মাওবাদী কন্টা পেরিয়ে ছত্তিশগড়ে ঢুকছেন। সেই খবর পাওয়ার পরই কন্টা থানা ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডকে (ডিআরজি) খবর দেওয়া হয়। তার পরই দুই বাহিনী ভেজ্জি এলাকায় তল্লাশি অভিযানে যায়। কন্টার পুলিশ সুপার কিরণ চৌহান জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে ভেজ্জি এলাকায় তল্লাশি অভিযানে যেতেই বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকেন মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও।

দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলির লড়াই হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এই সংঘর্ষে ১০ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। হত মাওবাদীদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। গত শনিবার বস্তারে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন পাঁচ মাওবাদী। কাঁকের এবং নারায়ণপুর জেলার সীমানায় এবং উত্তর অবুঝমাড়ে মাওবাদী গতিবিধির বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য পেয়েছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের রিজার্ভ গার্ড, স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স এবং বিএসএফের জওয়ানেরা যৌথ অভিযান চালায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলে। যৌথ অভিযানে অন্তত পাঁচ মাওবাদী নিহত হন।

গত অক্টোবরে দন্তেওয়াড়া-নারায়ণপুর সীমানার অদূরেই নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ৩৮ জন মাওবাদী নিহত হয়েছিলেন। নিহত মাওবাদীদের মোট মাথার দাম ছিল ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের অক্টোবর মাসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে ২৩০ জনেরও বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ৮১২ জন। আত্মসমর্পণ করেছেন ৭২৩ জন মাওবাদী। ওই প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের ৩৮টি জেলায় এখনও সক্রিয় মাওবাদীরা। যদিও সরকারি আধিকারিক সূত্রে খবর, ২০১০ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে হিংসা ৭২ শতাংশ কমেছে। মৃত্যুও কমেছে প্রায় ৮৬ শতাংশ। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদী হিংসা নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। যা নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

গাজায় ১৩ মাসে মৃতের সংখ্যা ৪৪ হাজার ছাড়াল

গাজা, ২২ নভেম্বর: প্যালেস্তাইনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে গত ১৩ মাসে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৪ হাজার ছাড়িয়েছে। এ উপত্যকার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রকাশ করা এ পরিসংখ্যানে বেসামরিক লোকজন ও হামাস যোদ্ধাদের আলাদা করেনি। তবে মন্ত্রক উল্লেখ করেছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। ইজরায়েল অবশ্য কোনো প্রমাণ না দিয়ে দাবি করেছে, তাদের হাতে গাজায় ১৭ হাজারের বেশি যোদ্ধা নিহত হয়েছেন।

হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধ শুরুর পর এ পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন ৪৪ হাজার ৫৬ জন। আর আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ২৬৮। তবে নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে জানায় উপত্যকাটির স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কেননা বহু মরদেহ বিভিন্ন ভবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে এবং এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা যেতে পারেননি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানায়, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধ শুরুর পর এ পর্যন্ত উপত্যকাটিতে নিহত হয়েছেন ৪৪ হাজার ৫৬ জন। আর আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ২৬৮। তবে নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে জানায় মন্ত্রক। কেননা বহু মরদেহ বিভিন্ন ভবনের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে এবং এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা যেতে পারেননি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

RECRUITMENT
SWAMI VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION

No. SVCE/09 Dated: 20-11-2024

Swami Vivekananda College of Education, Vill-Modina, P.O.-Gobindapur, Dist.- Hooghly, Pin-712602, W.B. invites applications: For D.El.Ed. Section, Lecturers in subjects: H.O.D., Education, English, Social Science, Performing Arts, Fine Arts/Visual Arts.

Qualification: As per NCTE norms. Contact No. -9474848601. Please send your CV within 7 (Seven) days to E-Mail- **recruitment.svce2022@gmail.com**

S/d
Secretary

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2024_ZPHD_771202_1	05-12-2024 10:00 AM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

Notice of Inviting E-Tender

E- Tenders are invited by the under signed for:- **NIeT NO 08/5th SFC (Untied)/2024-2025, dtd-19/11/24**, & **NIeT T. NO-09/5th SFC (Untied)/2024-2025, dtd-19/11/24** has been invited. Contact the office of the U/S & visit **www.wbtenders.gov.in** for details.
Tender ID:09/ZPHD_771870_1
Tender ID:08/ZPHD _771946_1
Last date of application is **27/11/2024 at 3P.M.**

Sd/- Pradhan
Bhadura Haridas G.P.

E-TENDER

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat (under Krishnagar-I Panchayat Samiti), P.O. Bhaluka, Dist. Nadia. **NIT No. 07/Bhaluka/15th CFC (tied) /2024-25 dt. 22.11.2024, vide Memo No. 230/Bhaluka GP/ 2024 dt. 22.11.2024.** Last date of Applica- tion **30.11.2024** and Last Date of submission **30.11.2024 at 5.00 P.M.** (Closing time may be changed as per server slot) of E-Tender. Date of Published on **23.11.2024 up to 5 p.m.** For details please contact to the office or visit: **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat

Corrigendum

EOI No. WBPWD/SEPC/ EOI-04/2nd Call/2024-2025
Corrigendum

SE, Presidency Circle, PWD invites online EOI for the work of "Operation and Maintenance of Public Toilets at different sites in West Bengal as per attached list (21 nos.) for 10 (Ten) years.(2nd Call)"
Tender ID :-2024_PWD_765502_1
Bid Submission Closing date (online) :- 30/11/2024 upto 12.00 Noon. Corrigendum if any will be published in website only.Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Superintending Engineer
Presidency Circle, PWD
Govt. of West Bengal

BONGAON MUNICIPALITY

A.Construction of Surface Drain at Debgarh Starting from the Jotish Howlader upto the House of Debgarh Main Road in Ward No. 12, Under Bongaon Municipality. B.Construction of Guardwall & Surface Drain & C.C. Road & R.C.C. Slab at Subashpally Starting from the house of Sunil Mondal upto the house of Abhijit Modak. In ward no-12, Within Bongaon Municipality. **Tender reference : WBMAD/NIeT/71/BM/2024-25/ PWD, Date : 22.11.2024. Tender ID : 2024_MAD_772319_1, 2024_ MAD_772319_2,** 1. Bid Submission Start date : **22.11.2024 at 06.00 PM** 2. Prebid meeting date : **29.11.2024 at 02.00 PM** 3. End date : **09.12.2024 at 10.00 AM** 4. Bid opening date : **11.12.2024 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for 2 Nos of work for "Preparation of DPR (Civil, Electrical, Mechanical, Fire work) consisting of Plan, Drawing, design, estimate etc. within Diamond Harbour Municipality" from outside bonafide and resourceful contractors. **NIQ No.-04/NIQ/DHM/2024-25.** Bid Submission Start Date:- **23.11.2024.** Last date of online submission: **02.12.2024.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Main Road to Ajay Dhara House, Ajay Dhara House to Hanuman Mandir, Ajay Dhara House to Jana Kalyan Samity at Nabawaria, within Ward No.- 32, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-171/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772283_1 • Estimated Amount : 13,95,916/-

2) Name of the Work: Construction of RCC Guard Wall and Reapairing of Concrete Road at Anduli Pukur, within Ward No.- 19, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-210/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772316_1 • Estimated Amount : 13,80,255/-

3) Name of the Work: Construction of Concrete Road and PCC Drain in front of Jaideb House at Nibedita Pally Paschim and Construction of Concrete Road in Bhagat Singh Nagar Main Road, within Ward No.- 15, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-166/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772544_1 • Estimated Amount : 16,98,922/-

4) Name of the Work: Construction of Concrete Platform with C.G.I. Shed at 1/G, 1/F Street at Bidyapati, within Ward No.- 04, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-206/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772575_1 • Estimated Amount : 13,56,396/-

5) Name of the Work: Engagement of Back-Hoe-Lodder on hiring basis for Two year (Rate Contract).
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-26/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772740_1
Last Date : 07th December 2024, up to 5:00 pm

6) Name of the Work: Construction of Boundary Wall with a Shed at new Borough Office-5, Nabawaria, within Ward No.- 32, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-212/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772261_1 • Estimated Amount : 6,17,210/-

7) Name of the Work: Upgradation of Earthen Road by Cement Concrete at Khatpukur, Sagarbhanga within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-241/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772622_1 • Estimated Amount : 7 02,263/-

8) Name of the Work: Construction of Boundary Wall with Grill fencing at Durgapur Harisabha, Benachity, within Ward No.- 18, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-244/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_772714_1 • Estimated Amount : 5,01,898/-

Last Date : 30th November 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
হ্যান্ডক্রাফট স্বর্ণ অলংকার নির্মাণ শিল্প কাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAJCS8854Q CIN : U51900WB2006PTC109073
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৭/৩ শম্ভু নাথ দাস লেন, এলপি ১০০/৮, দক্ষিণ সিঁথি কলকাতা-৭০০০৫০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	১. মডিউল ৪ এনডব্লিউ, ৫ম তল, এসডিএফ বিল্ডিং মণিকাঞ্চন এসইজেড, প্লট নং ১, ব্লক সিএন, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ ২. ফ্ল্যাট নং ই৪, ৫ম তল, রিচ হোমস নং ৭৬-১৯-৫/১-৩০ রিচমন্ড রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০ ০২৫
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.scgexports@gmail.com rj@rirp.co.in
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.scgexports@gmail.com rj@rirp.co.in
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২ জানুয়ারি ২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৭ জানুয়ারি ২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭ জানুয়ারি ২০২৪
১৪	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২২ জানুয়ারি ২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.scgexports@gmail.com

দ্রষ্টব্য : মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক উপরোক্ত সময়সীমা সিআইআরপি সম্প্রসারণ অনুমোদন সাপেক্ষ।

তারিখ - ২৩ নভেম্বর ২০২৪
স্থান - মুম্বই

স্বা/
রাজকুমার জয়সওয়াল
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
রেনেসাঁ ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
মহামান্য এনসিএলটি, মুম্বই বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১ আগস্ট ২০২৪
যোগাযোগের ঠিকানা - ১০১, কনকিয়া অর্টিম ২, ক্রস রোড এ, চাকালা এমআইডিসি, অন্ধেরি পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৯৩
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPE-0093/IPA-1/2022-23/50034
চুক্তি অনুমোদনের বৈধতা ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি-২

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর-এস অ্যান্ড টি/ ওয়ার্কস/১২-২০২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে। বিস্তারিত দেখা যাবে www.ireps.gov.in-এ। **এনআইটি শিরোনাম:** (১) **বিজ্ঞাপিত মূল্য (ভারতীয় টাকা)** ২৮,০৬,৫০,৭৩২.৭৫ টাকার পরিবর্তে **২৮,০৯,৯৭,২১৫.২১ টাকা** পড়তে হবে। (২) **বায়নামূল্য (ভারতীয় টাকা)** ১৫,৫৩,৩০০ টাকার পরিবর্তে **১৫,৫৫,০০০ টাকা** পড়তে হবে। (৩) **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ৬.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টার পরিবর্তে **১০.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা** পড়তে হবে। (৪) **বিড শুরুর তারিখ** ২২.১১.২০২৪ তারিখের পরিবর্তে **২৬.১১.২০২৪ তারিখ** পড়তে হবে। **এনআইটি শিডিউল:** (১) **কোড:** শিডিউল-এ১ আইটেম-৩৪। **ফিল্ডের নাম:** আইটেমের পরিমাণ। **সাংখ্যমান** ২৭-এর পরিবর্তে **২৮** পড়তে হবে। (২) **কোড:** শিডিউল-এ২ আইটেম-৫। **ফিল্ডের নাম:** আইটেমের বিবরণ। **বিষয়বস্তু** ভিডিও ম্যানেজমেন্ট এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য সার্ভার স্থাপন, পরীক্ষা এবং কার্যনিয়োগ (প্রতি সেটে-৩টি, ২টি ক্রিয়াশীল এবং ১টি হটস্ট্যান্ডবাই)-এর পরিবর্তে **ভিডিও ম্যানেজমেন্ট এবং ভিডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য সার্ভার স্থাপন, পরীক্ষা এবং কার্যনিয়োগ। (প্রতি সেট-২টি)** পড়তে হবে। (৩) **কোড:** শিডিউল-বি-১ আইটেম-১০। **ফিল্ডের নাম:** আইটেমের বিবরণ। **বিষয়বস্তু** মেট্রো ভবনে ন্যূনতম ৩০ দিনের রেকর্ডিংয়ের জন্য, অ্যানালিটিক্সের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনের ক্যামেরা অ্যালার্ট এবং অ্যালার্ম, ক্যামেরা রেকর্ডিং তার জন্য ২৪০ টিবি ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ সিস্টেমের সরবরাহ। ক্লজ নং ১২.০ অফ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/ এসপিএন/ টিসি/ ৬৫/ ২০২১ সংস্করণ ৬.০ বা সমস্ত সংশোধন সহ সর্বশেষ অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন। আরডিএসও কর্তৃক পরিদর্শন-এর পরিবর্তে **মেট্রো ভবনে ন্যূনতম ১৮ মাসের রেকর্ডিংয়ের জন্য, অ্যানালিটিক্সের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনের ক্যামেরা অ্যালার্ট এবং অ্যালার্ম, ক্যামেরা রেকর্ডিং তার জন্য ২৪০ টিবি ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ সিস্টেমের সরবরাহ। ক্লজ নং ১২.০ অফ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/ এসপিএন/ টিসি/ ৬৫/ ২০২১ সংস্করণ ৬.০ বা সমস্ত সংশোধন সহ সর্বশেষ অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন। আরডিএসও কর্তৃক পরিদর্শন** পড়তে হবে। (৪) **কোড:** শিডিউল-বি-২ আইটেম-১০। **ফিল্ডের নাম:** আইটেমের বিবরণ। **বিষয়বস্তু** মেট্রো ভবনে ন্যূনতম ৩০ দিনের রেকর্ডিংয়ের জন্য, অ্যানালিটিক্সের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনের ক্যামেরা অ্যালার্ট এবং অ্যালার্ম, ক্যামেরা রেকর্ডিং তার জন্য ২৪০ টিবি ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ সিস্টেম স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ-এর পরিবর্তে **মেট্রো ভবনে ন্যূনতম ১৮ মাসের রেকর্ডিংয়ের জন্য, অ্যানালিটিক্সের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনের ক্যামেরা অ্যালার্ট এবং অ্যালার্ম, ক্যামেরা রেকর্ডিং তার জন্য ২৪০ টিবি ক্ষমতাসম্পন্ন স্টোরেজ সিস্টেম স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ** পড়তে হবে। **সংযোজিত নতুন আইটেম : নথি-** (১) **নথির বর্ণনা:** প্রি-বিডের পর আপডেট করা টেন্ডার নথি। **ফাইলের নাম:** updatedCCTV TenderDocumentwithhighlightedchanges_1.pdf. (2) **নথির বিবরণ:** প্রি-বিড ক্ল্যারিফিকেশন। **ফাইলের নাম:** prebidclarificationofCCTV tender.pdf. **আইটেম ব্রেকআপ: শিডিউল-এ১** সরবরাহের সময়সূচি [ব্লু লাইনে ভিডিও নজরদারি সিস্টেম (ভিএসএস) পরিবর্তন]। **আইটেম-৩১** টুলস্ ও টেস্টিং সরঞ্জাম, কনসাইনি কর্তৃক পরিদর্শন। **আইটেম নং: ১৬। ফাইলের নাম:** (iv) পোর্টেবল হ্যান্ডহেল্ড নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস- ১৪ ইঞ্চি ফুল এইচডি ডিসপ্লে, 13th Gen Intel Core i7, NVIDIA GetForce RTX 4060 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5, ITB M.2 PCIe NVMe SSD, উইন্ডোজ ১১ প্রো, মাইক্রোসফ্ট অফিস এবং অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার সহ। **পরিমাণ একক:** সংখ্যা। **পরিমাণ:** ৩। **হার:** ৬০,০০০ টাকা। **মূল্য:** ১,৮০,০০০ টাকা।

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চ কলকাতা
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশনসের ধারা ১০২ অধীন)
মেসার্স আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-শ্রীমতী তৃণা নাগ ব্যক্তিগত জামিনদাতা
এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি তৃণা নাগ
২.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
৩.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৪ ডিসেম্বর ২০০৭
৪.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/ নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৫.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2007PTC120815
৬.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১০০এ, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৪০
৭.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৪/৪৫এ, চণ্ডীতলা লেন, ওয়ার্ড নং ৯৭, পো এবং থানা : রিজেন্ট পার্ক, টালিগঞ্জ, কলকাতা : ৭০০০৪০। আরও ঠিকানা : কেশব কুঞ্জ, একতলা, প্রেমিসেস নং ১৭০/৪০, থানা : যাদবপুর, এনএসসি বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০৪০।
৮.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১০.১১.২০২৩
৯.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর নির্দেশের বিস্তারিত	২১.১১.২০২৪ (I.A.(IB)No.1797/KB/2024 in C.P. (IB)/254(KB)2024)
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, নাম	নাম সুনীল কুমার আগরওয়াল রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P01390/2018-2019/12178
১১.	বোর্ডের নিকট রেজিস্টিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	রেজি. ঠিকানা -আইবিবিআই সহ : জি-৮০৫, অক্রুতি অর্কিড পার্ক, সফেদ পুলের নিকট, আন্ধেরী-কুরলা রোড, সাকিনাকা, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৭২। ইমেল : ANIL91111@HOTMAIL.COM
১২.	প্রস্তাবক পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল	আহমেদাবাদ অফিস : টাওয়ার বি/১২২১, সান ওয়েস্টব্যাঙ্ক, শিব সিনেমার নিকট, আশ্রম রোড আহমেদাবাদ -৩৮০০০, ইমেল : PG.RKDSEXPORTS@GMAIL.COM, ANIL91111@HOTMAIL.COM
১৩.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.১২.২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে আইবিসি ২০১৬ সালের ধারা ১০০ অধীনে শ্রীমতী তৃণা নাগ-এর ব্যক্তিগত ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ (উল্লিখিত দফা ৭ নং অনুযায়ী ঠিকানা) ২১.১১.২০২৪ তারিখে শ্রীমতি ত্রিনা নাগারের ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীগণকে ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ডেটরের ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া) রেগুলেশনসের (আইবিবিআই ওয়েবসাইটে প্রাপ্তব্য https://ibbi.gov.in/home/downloads) অনুযায়ী ফর্ম বি তে প্রামাণ্য নথি সহ ১৪.১২.২০২৪ তারিখের মধ্যে ক্রম নং ১২ প্রদত্ত ঠিকানায় উল্লিখিত মতে প্রস্তাব পেশাদারের নিকট দাবি পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
১. আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা রেজিস্টার্ড পোস্টে বা স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
২. দাবির অতিরিক্তে উল্লিখিত উপধারা (১) অনুযায়ী বিনিয়োগকারী প্রস্তাব পোশদারের নিকট পেশ করবেন ব্যক্তিগত তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণ যা ফর্ম বি (পাওয়া যাবে আইবিবিআই ওয়েবসাইটে https://ibbi.gov.in/home/downloads)) মতে উল্লেখ করবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
সুনীল কুমার আগরওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
ফাউন্ডার ডিরেক্টর - কুইক রিসলভ প্রফেশনালস প্রা. লি. (আইপিই)
তারিখ : ২৩.১১.২০২৪ রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P01390/2018-2019/12178
স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৩ পর্যন্ত

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা, পাঁচগাছিয়া রোড, পো. কন্যাপুর, আসানসোল-৭১৩৩৪১, জেলা বর্ধমান প.ব.
কর্পোরেট অফিস: "কাঞ্চনা বিল্ডিং", ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩০২১২, ইমেল : cs@burnpurcement.com
CIN No: L27104WB1986PLC040831

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন (**"দি অ্যাক্ট"**) এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর সহিত পঠিত ২০১৪ সালের (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) (**"ম্যানেজমেন্ট রুলস"**) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ তৎসহ অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) আপাতত বলবৎ, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (**"এসএস-২"**) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের বিধানগুলি সংশোধিত এবং জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার অনুসারে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**"এমসিএ"**) এবং এমসিএ দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলি **"এমসিএ সার্কুলার"** হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**"সেবি"**) এবং সেবি দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলিকে ("সেবি সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) ই-ভোটিং এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডে অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ৪৪ এর মাধ্যমে সাধারণ সভা/পোস্টাল ব্যালট আয়োজনের জন্য সময়ে সময়ে রেগুলেশন, ২০১৫, এর যেকোনও সংশোধনী সহ (**"সেবি লিস্টিং রেগুলেশন"**) এর সদস্যদের অনুমোদন বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড (**"কোম্পানি"**) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়ার (**"ই-ভোটিং"**) মাধ্যমে ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্ধারিত নিম্নলিখিত বিশেষ রেজোলিউশনের বিষয়ে চাওয়া হয়েছে (**"পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি"**)।

রেজুলেশন নং	রেজোলিউশনের বর্ণনা
১	কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তর

এমসিএ/সেবি সার্কুলারে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, নোটিশটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ২২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সেই সদস্যদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে/ উপকারী মালিকদের তালিকা হিসাবে উপস্থিত রয়েছে। কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি. থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে, ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ ("কাট-অফ ডেট") পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com**, বিএসই-এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.burnpurcement.com** -এ পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানিটি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে এবং শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য বা সুবিধাভোগী মালিক নন, সেই অনুযায়ী শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে আচরণ করা উচিত।
ই-ভোটিং সময়কাল **রবিবার, ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টা (আইএসটি)** পর এনএসডিএল ই-ভোটিং সুবিধা বন্ধ করে দেবে।
পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়াটি ন্যায্য ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী পঙ্কজ কুমার মোদী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, সিওপি নম্বর - ১২৪৭২, কলকাতাকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ডাক ব্যালটের ফলাফল বিকাল ৫.০০ টার আগে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। মঙ্গলবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ কোম্পানির নিবন্ধিত এবং কর্পোরেট অফিসে এবং এটি কোম্পানির নোটিশ বোর্ডেও স্থাপন করা হবে। এছাড়াও ফলাফল বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.burnpurcement.com-এ পাওয়া যাবে।
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রস্তাবিত রেজোলিউশন সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্ন **cs@burnpurcement.com**-এ ই-মেইলে কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতী পূজা গুইনকে জানানো যেতে পারে। অন্যান্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন **evoting@nsdl.com** এ ই-মেইল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পূজা গুইন
স্থান : কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ২২.১১.২০২৪ এসিএস নং ২৯৪৮১

ফর্ম জি
শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি)-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
বেসিক আয়রণ এবং স্টিল নির্মাণকাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড AABCN8969K U27106WB2003PTC096505
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৫ সি আর এভিনিউ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ভারত ৭০০০০৭
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	মৌজা মহেশপুর, জেএল নং ২৪ অধীন সাব ডিভিশন আসানসোল, এডিএসআর - আসানসোল, থানা সালানপুর, জেলা - বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	৮৩,২৭৫ এমটি বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ ২০০৮-০৯ অনুযায়ী
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আয়রণ এবং স্টিলের পরিমাণ - ১,১৭৫.৬৪ এমএস ইনগট-এর পরিমাণ - ৪৩,৮৮৯.৬৪৮ আয়রণ এবং স্টিলের মূল্য -৪৩৪.৭৮ লাখ টাকা এমএস ইনগট-এর মূল্য - ৯৮১৪.৩৩ লাখ টাকা এমসিএ থেকে ডাইনলোড করা নিরীক্ষিত আর্থিক বর্ষ ২০০৮-০৯ অনুযায়ী
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল	সিডি সম্পর্কিত বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে ibc.spmpl@gmail.com বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত ইউআরএল https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/19067
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল করে ibc.spmpl@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৭ ডিসেম্বর ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭ ডিসেম্বর ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১ জানুয়ারি ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১ জানুয়ারি ২০২৫
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬ জানুয়ারি ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ibc.spmpl@gmail.com এবং নথিতথ্য সিকে ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক, কলকাতা, পব ৭০০০৯১

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
তারিখ : ২৩.১১.২০২৪ নথিভুক্ত ঠিকানা - আরপি:সিকে - ১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা
স্থান : কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

ফর্ম নং ইউআরসি -২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীন নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশের বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (রেজিস্টারের অনুমোদন) রুলসের রুল ৪(১) সংস্থান অধীনে)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপধারা (২) অধীনে মেসার্স ডায়নামিক আইওয়্যার ইন্ডিয়া এলএলপি, এক লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ, শেয়ার দ্বারা কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড : ১২২০৫০, এর নিকট এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত মতে :
ক) কোম্পানি পরিবর্তিত মতে মেসার্স ডায়নামিক আইওয়্যার ইন্ডিয়া এলএলপি , রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট (বিকানীর বিল্ডিং) ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০০১ হিসেবে গঠিত এবং কোম্পানি এক চালু সংস্থা হিসেবে তার সংশ্লিষ্ট সম্পদ, দায়বদ্ধতা, অধিকার, লাইসেন্স, দায় এবং স্বাধিকার সহ সম্পত্তি স্থানান্তরি এবং অধিকারভুক্ত প্রক্রিয়াধীন হিসেবে ব্যবসা পরিচালিত।
খ) ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, বিক্রয়, মার্কেট, রিটেল এবং ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে লেনদেন, পাইকারী, রিটেলার এবং বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা প্রদান সানগ্লাস/ব্যবস্থিত গ্লাস এবং ফ্রেম, লেন্স এবং সম্পর্কিত সরঞ্জাম এবং তাৎক্ষণিক ব্যবসায়িক কাজে যুক্ত হওয়া, যেমন চক্ষু পরীক্ষা, অপটোমেট্রি, কনট্যাক্ট লেন্স এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এবং আমদানি, রফতানি, এবং উক্ত ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত পণ্য যে অবস্থায় হোক এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারক আইওয়্যার ব্যবসায় এবং ব্যবস্থিত আইওয়্যার এবং কাজ গ্রহণ, উন্নয়ন, বা নিযুক্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের গবেষণা, চক্ষু এবং রেটিনা ক্লিনিক্যাল গবেষণা এবং উন্নয়ন কাজ আবশ্যক উন্নয়নের জন্য, সহায়তার জন্য অথবা হাসপাতাল স্থাপন এবং সুবিধাদি তৈরির জন্য মেডিক্যাল যন্ত্রসরঞ্জাম, পরীক্ষা এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রসরঞ্জাম এবং পরীক্ষাগার স্থাপন এবং গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা নতুন মেডিক্যাল এবং/বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরীক্ষার এবং প্রাপ্ত ফলের প্রকৃতি এবং সম্ভাবনা বিষয়ে জানা এবং কোনও পেটেন্ট প্রাপ্ত হওয়া এবং লাইসেন্স সংগ্রহ সম্ভাব্য যন্ত্রসরঞ্জামের সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান, গবেষণা বা প্রাপ্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দিষ্ট শধবন্ধ যা পরবর্তীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের, নার্স,হাসপাতালের পরিচালকদের জন্য প্রয়োজনীয়, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রদান এবং আরও উন্নত শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম তৈরি করা এবং/বা মেডিকেল রিসার্চ এবং কোনও পণ্য তৈরি এবং/বা লাইসেন্স প্রদান সংশ্লিষ্ট পণ্য তৈরির জন্য এবং অন্যান্য মার্কেটজাত করণ এবং ডিজাইন, তৈরি, আমদানি, রফতানি, ক্রয়, বিক্রয় বা লিজ দেওয়া, সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং লেনদেন যে কোনও ধরনের যন্ত্রসরঞ্জাম, সরঞ্জাম, ওষুধ, এবং ড্রাগ-চক্ষু হাসপাতালের জন্য, ডিসপেনসারির জন্য, ক্লিনিকের জন্য, চক্ষু এবং রেটিনা পরীক্ষা সুবিধা এবং পরীক্ষাগার স্থাপন।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন এর খসড়া কপি দেখা যাবে অফিসে ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট (বিকানীর বিল্ডিং) ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে লিখিতভাবে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা : গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড : ১২২০৫০ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে, একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সহ পাঠাতে পারেন।

ডায়নামিক আইওয়্যার ইন্ডিয়া এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
হিরেন মেঘানী
তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০২৪ **ডেজিগনেটেড পার্টনার**
স্থান : কলকাতা **ডিপিআইএন : ০৩৪৭৭৪৭২**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫১৭, তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/ টেলি/টি/১৩/২৪-২৫/এসএফ, আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** কৃষ্ণনগর সিটি-লালগোলা সেকশনে এল.সি. গেট নংঃ ৮৫/ই, ৮৭/ই, ১১৩/ই, ১১৬/ই, ১১৭/ই, ১১৮/ই, ১৪৩/ই-তে ছাদ ঢাকা আরসিসি ইউ-ট্রফ সহ আরসিসি বক্সের মাধ্যমে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ দ্বারা প্রহরীযুক্ত/প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেট অপসারণের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০০,৮৫,৯২৫.০১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,০০,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ০৬.১২.২০২৪। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** সিগন্যালিং বা টেলিকম কেবলের জন্য খাত খনন, বিছানো ও পরীক্ষা প্রয়োজন আছে এরূপ সিগন্যাল ও টেলিকম সম্পর্কিত যে কোন কাজ, আলোচ্য টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-243/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

৭৬.৪ ওভারে নেই ১৭ উইকেট, দুই দল মিলিয়ে রান মাত্র ২১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি: পার্থে আম্পায়াররা দিনের খেলা শেষ ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লাসিথ মালিঙ্গার ঘোষণা, 'যশপ্রীত বুমরা বিশ্বসেরা।'

প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার ১১ মিনিট আগে দিনের শেষ উইকেটটি নেন বুমরা। এবার শিকার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে বুমরার চতুর্থ উইকেট। ভারতীয় পেসার কেমন বোলিং করেছেন সেটি বোঝা যায় ধারাভাষ্যকক্ষে মার্ক ওয়াহর কথায়। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির মনে হয়েছে, বুমরা তাঁর প্রতিটি ডেলিভারিতেই উইকেট পাবেন!

দিনের শেষ বলটাও তো সেরকমই ছিল, যেটা তিনি করেছিলেন মিচেল স্টার্ককে। সদ্যোজাত সন্তানের পাশে থাকার জন্য রোহিত শর্মা এখনো অস্ট্রেলিয়ায় যাননি বলে পার্থে আজ শুরু হওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টে ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বুমরাই। শেষ বলটা করার আগে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ফিল্ডিং সাজালেন। লেগ সাইডে নিলেন বাড়তি ফিল্ডার। যার মানে স্টার্ককে তিনি ইঙ্গিত দিলেন, শর্ট ডেলিভারি দেবেন।

কিন্তু হলো কী, বুমরা অফ সাইডে দিলেন স্লোয়ার। কিছুটা হতচকিত স্টার্ক রক্ষণ করতে গিয়ে দিলেন ফিরতি ক্যাচ। একটু সামনে পড়ায় সেটা অবশ্য নিতে পারেননি বুমরা। তাহলে তো ৫ উইকেট নিয়েই দিনের খেলা শেষ করতেন। সেটা হয়নি, কিন্তু বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়েও পার্থ টেস্টের প্রথম দিনটি ভারতের।

দুই দলের দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রথম দিনে উইকেট পড়েছে মোট ১৭টি। কোন দল কত স্কোর করল, তাঁর চেয়ে সম্ভবত দুই দলের মোট ৭ পেসারের বোলিংয়েই বেশি আগ্রহ ছিল সবার। কারণ-গতি, সিম মুভমেন্ট, সুইং ও বাউন্সের মিশ্রণে টেস্টে দেখার মতো এক দিনই কাটল পার্থে। তবু আনুষ্ঠানিকতা বিচারে জানিয়ে রাখতেই হয়, ভারত প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার পর ৭ উইকেটে উইকেটে ৬৭ রানে দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সাতে নামা শেষ স্বীকৃত ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারির (১৯ *) সঙ্গে ক্রিজে আছেন নয়ে নামা মিচেল স্টার্ক (৯ *)।

এমন একটি আগুনঝরা বোলিংয়ের দিনে রেকর্ড হবে না, তা হতে পারে না। ১৯৫২ সালের পর গত ৭২ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টের প্রথম দিনে আজই প্রথমবারের মতো ১৭ উইকেটের পতন দেখা গেল। এমন পতনের দিনে প্রথম ঝড়টি গিয়েছে ভারতের ওপর দিয়ে। স্টার্ক-হ্যাজলউড-কামিন্স-মার্শদের যৌথ প্রযোজনায় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিজেদের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বনিম্ন স্কোরের ধাক্কা খেয়েছে ভারত। ২৪ বছর আগে সিডনি টেস্টে ম্যাকগ্রা-লি'দের তোপে পুড়ে প্রথম ইনিংসে এই ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল সফরকারীরা।

চলতি বছর টেস্টে ভারতের ব্যাটিংও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এ বছর এই নিয়ে ৫ বার ১৬০ রানের নিচে অলআউট হলো ভারত। এক

পঞ্জিকাবর্ষে ভারত ১৬০ রানের নিচে সর্বশেষ এর চেয়ে বেশিবার অলআউট হয়েছে ৬৫ বছর আগে।

ভারতের অলআউট হওয়ার প্রসঙ্গ ধরেই বলা যায়, যে এমন কিছু হতে পারে সেটি আঁচ করা গিয়েছিল দিনের খেলার শুরুতেই। মিচেল স্টার্কের করা তৃতীয় ওভারে দিনের প্রথম আক্রমণাত্মক শটে (অন দ্য আপ ড্রাইভ) গালিতে ক্যাচ দেন যশস্বী জয়সোয়াল।

মাঝে ৭ ওভার পরই আরও একটি ক্যাচ, এবার হ্যাজলউডের শিকার দেবদূত পাড়িক্কাল, ক্যাচ গেল উইকেটকিপার ক্যারির গ্লাভসে। ধারাভাষ্যকার তখন বলে চলছেন, 'ইউ ডোন্ট ড্রাইভ অন দ্যাট লেংথ ইন পার্থ।' কারণ? বল উঠছিল বেশ। ড্রাইভ করার লেংথ কিংবা আরেকটু পেছনে পড়া বল দেখে লোভাতুর হতে গেলেই সর্বনাশ!

অস্ট্রেলিয়ার এই ভালো শুরুর মধ্যেই অপ্টাস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ততক্ষণে হাজার পঁচিশেক দর্শক জমে গেছে। তাঁরা নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে 'উপভোগ' করেছেন ভারতের এবারের সফরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মানুষটির আউট। বিরাট কোহলি! মাত্র ১২ বলে ৫ রান করা কোহলিকে একটুর জন্যও স্বস্তিতে থাকতে দেখা যায়নি।

হ্যাজলউডের তেমনই এক অস্বস্তিকর বাউন্সে 'ছাড়ব না খেলব' দ্বিধায় ভুগে শেষ মুহূর্তে ব্যাট ছুঁইয়ে বল প্রথম স্লিপে পাঠিয়ে ফেরেন কোহলি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তখন রসিকতার রোল উঠেছে, কোহলি যত রান করলেন, তাঁকে নিয়ে তাঁর বেশি আর্টিকেল লেখা হয়েছে!

লাঞ্চের বিরতির আগে লোকেশ রাহুলের আউটটি নিয়ে এক পশলা বিতর্কও হয়েছে। বল ব্যাটে লেগেছিল কি না, তা নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া রিভিউ নিয়ে তাঁকে ফেরালেও মুখে অসন্তোষের ছাপটা হয়তো গ্যালারির দূরতম জায়গা থেকেও বোঝা গেছে। ৪ উইকেটে ৫১ রানে ভারত লাঞ্চ থেকে ফেরার পর এই ইনিংসের গল্পের বাকিটাও গড়িয়েছে একই পথে। শুধু ঋষভ পন্ত ও নীতিশ রেড্ডি ষষ্ঠ উইকেটে ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটিতে বিপরীত স্রোতের নায়ক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। ৩৭ রান করা পন্ত ও ৪১ করা নীতিশ ওই সময় না দাঁড়ালে ভারতের ইনিংস হয়তো এক শও পার হতো না!

যেমনটা মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেও। ভারতের মতোই তৃতীয় ওভারে ফিরেছেন অভিষিক্ত নাথান ম্যাকসোয়েনি। এলবিডব্লু এবং বোলার? কে আবার, বুমরা! নিজের প্রথম ৬ ওভারের স্পেলে আরও ২টি উইকেট নিয়েছেন বুমরা। সেটাও হ্যাটট্রিকের সুযোগ তৈরি করে! ষষ্ঠ ওভারের চতুর্থ বলে স্লিপে তাঁর শিকার উসমান খাজা। পরের বলে স্কিড করানো দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে এলবিডব্লু স্টিভ স্মিথ। গোল্ডেন ডাক! স্মিথের জন্য বিরল অভিজ্ঞতাই। ১০ বছর পর টেস্টে তাঁর গোল্ডেন ডাক।

বুমরাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন দুই পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও অভিষিক্ত হর্ষিত রানা। ১৩ বল খেলার মধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া ট্রাভিস হেডকে দারুণ ডেলিভারিতে বোল্ড করেন হর্ষিত।

মাঝে তিন ওভারের বিরতিতে মারনাস লাবুশেন ও মিচেল মার্শকে ফিরিয়েছেন সিরাজ। তৃতীয় স্লিপে মার্শের যে ক্যাচটি লোকেশ রাহুল নিয়েছেন সেটি যে কারও জন্যই লোভনীয়। কোহলির হিংসা হতে পারে সবচেয়ে বেশি। তিনি যে লাবুশেনের ক্যাচ ছেড়েছেন স্লিপে। দিনটা মোটেও ভালো যায়নি তাঁর।

কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের দর্শকদের জন্য এমন দিনই তো কাঙ্ক্ষিত। আগুন (পেস) ও পানির (ডিফেন্স) এই দিনে আপাতত জয়টা হলো আগুনেরই!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত প্রথম ইনিংস ৪৯.৪ ওভারে ১৫০ (নীতিশ ৪১, পন্ত ৩৭, রাহুল ২৬, জুরেল ১১; হ্যাজলউড ৪/২৯, মার্শ ২/১২, স্টার্ক ২/১৪, কামিন্স ২/৬৭)।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস ২৭ ওভারে ৬৭ / ৭ (ক্যারি ১৯ *, হেড ১১, ম্যাকসোয়েনি ১০; বুমরা ৪/১৭, সিরাজ ২/১৭)।

(প্রথম দিন শেষে)

ব্যর্থ প্রযুক্তি, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভুল সিদ্ধান্তের শিকার রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকেশ রাহুলকে আউট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। তিনি কি আদৌ আউট ছিলেন? প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এর আগেও বিভিন্ন সময় আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছেন ভারতীয় ব্যাটারেরা। আবার তেমনটাই হল?

রোহিত শর্মা না থাকায় ওপেন করতে নামেন রাহুল। ২৩তম ওভারটি করছিলেন মিচেল স্টার্ক। তাঁর দ্বিতীয় বলটি রাহুলের ব্যাটের খুব কাছ দিয়ে চলে যায় উইকেটরক্ষকের হাতে। একটা আওয়াজও হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আবেদন করলেও মাঠের আম্পায়ার আউট দেননি। রিভিউ নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তৃতীয় আম্পায়ার দেখেন ব্যাটের পাশ দিয়ে বল যাওয়ার সময় একটা আওয়াজ হয়েছে। স্নিকো মিটারে স্পাইকও দেখাচ্ছে। তৃতীয় আম্পায়ার আউট দিয়ে দেন। কিন্তু রাহুলকে দেখা যায় প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন ব্যাট এবং বলের মধ্যে ফাঁক ছিল। ২৬ রান করে আউট হন তিনি।

রাহুলের ব্যাটে আদৌ কি বল লেগেছিল? যে সময় স্নিকো মিটারে স্পাইকটা দেখা যায়, সেই সময় রাহুলের ব্যাট প্যাডে লেগেছিল। ফলে আদৌ বল ব্যাটে লেগে উইকেটরক্ষকের হাতে গিয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

তৃতীয় আম্পায়ার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আউটের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যে যে দিক থেকে আউটের ভিডিয়ো দেখানো হয়েছিল, তাতে বোঝা মুশকিল রাহুল আউট ছিলেন কি না। তৃতীয় আম্পায়ার অন্য দিক থেকে দেখানোর কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। রাহুলের লেগ সাইড থেকে একটি ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছিল তৃতীয় আম্পায়ারকে। সেখান থেকে বোঝা সম্ভব ছিল না ব্যাট প্যাডে লেগেছিল কি না। আবার সামনের দিক থেকে ভিডিয়োটি দেখানো হয়, সেটিতে বোঝাই যায়নি বল কখন ব্যাটে লাগে। যে কারণে তৃতীয় আম্পায়ার অন্য কোনও দিক থেকে আউটটি দেখানোর কথা বলেছিলেন।

তৃতীয় আম্পায়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাননি। তিনি নিজেই বার বার অন্য দিক থেকে আউটটি দেখতে চাইছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, যথেষ্ট প্রমাণ না পেলে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন না তৃতীয় আম্পায়ার। মাঠের আম্পায়ার নট আউট দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ার সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে বলেন। তিনি রাহুলকে আউটের সিদ্ধান্ত দিতে বলেন। যথেষ্ট প্রমাণ না পেয়ে সিদ্ধান্ত বদলানো উচিত নয়। প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর বলেন, তৃতীয় আম্পায়ারের আরও ভিডিয়ো দেখা উচিত ছিল। মাত্র দুটো দিক থেকে দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। খালি চোখে দেখে মনে হয়েছে ব্যাট প্যাডে লেগেছিল। বাকিটা বোঝার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য প্রয়োজন ছিল।

প্রাক্তন আম্পায়ার সাইমন টফেল বলেন, ব্যাট এবং প্যাডের মাঝখানে ফাঁক থাকলেও একটা স্পাইক দেখা গিয়েছে। আবার ব্যাটের নীচটাও তখন কোথাও লাগেনি। যে কারণে তৃতীয় আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, বল নিশ্চয়ই ব্যাটে লেগেছে, সেই কারণেই স্নিকোতে স্পাইক দেখা গিয়েছে।

সিএবি পরিচালিত এনসি চ্যাটার্জি টুর্নামেন্টে জিতল বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। মঙ্গলবার সাউথ সুবার্বানের বিরুদ্ধে ২ উইকেটে হারিয়ে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব তোলে ২৮৬ রান। বেহালার হয়ে ধুন্ধুমার ব্যাটিং করে ১৭৯ রান করেন সন্দীপন দে। অন্যদিকে সাউথ সুবার্বান ১১৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। পুরস্কার দিতে হাজির ছিলেন সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

নিজেকে বাজারে তুলে দামও জানতে চেয়েছেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋষভ পন্তের জন্য অভিজ্ঞতাটা নতুনই হতে যাচ্ছে। আইপিএল নিলামে তাঁকে আগেও তোলা হয়েছে। তবে তখন তিনি ঠিক আজকের এই পন্ত ছিলেন না। বরং দিল্লি ক্যাপিটালস যখন তাঁকে দলে নিয়েছিল, তখন দিল্লির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানানোরই কথা।

২০১৬ সালের অনূর্ধ্ব,১৯ বিশ্বকাপে সফলতার পরই তাঁকে দলে নিয়ে নেয় দিল্লি। সেই সম্পর্কের ছেদ পড়েছে পন্ত যখন বিশ্বেরই অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। নিলামে এই পন্তের দাম কত উঠতে পারে?

পন্তের জন্য অভিজ্ঞতা নতুন বলেই হয়তো তিনি নিলামের বাজারে নিজের দাম জানতে চেয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট দিয়েছেন কৌতূহলী পন্ত। সেখানে তিনি লিখেছেন এভাবে;'নিলামে যদি আমার নাম ওঠে, আমি কি বিক্রি হব, হলে কত মূল্যে?'

বিক্রি হবেন কি না, সেটি হয়তো পন্ত সৌজন্যবশত জানতে চেয়েছেন। বিক্রি যে তিনি হবেন, তা তিনি জানেনই। তাঁর প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আগ্রহ আছে দেখেই তো তাঁকে মার্কি তালিকায়

রাখা হয়েছে।

পন্ত এই পোস্ট দিয়েছিলেন অক্টোবরের ১২ তারিখে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ধরে রাখা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে ৩১ অক্টোবর। অর্থাৎ, পন্ত আগে থেকেই জানতেন তিনি আর দিল্লিতে থাকছেন না।

আট মৌসুম দিল্লিতে খেলা পন্তের দিল্লি ছাড়া নিয়ে নানা কথা হয়েছে। দিল্লির হয়ে ১১১ ম্যাচে ৩২৮৪ রান করেছেন পন্ত। গড় ৩৫.৩১, স্ট্রাইক রেট ১৪৮.৯৩। পরিসংখ্যান দেখে টি-টোয়েন্টিতে এটাকে খারাপ বলার সুযোগ নেই। তবে ২০২১ সাল থেকে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেওয়া পন্ত দলকে শিরোপা এনে দিতে পারেননি।

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যাটিং পারফরম্যান্সকেও অসাধারণ বলা যাবে না। বিশেষ করে সর্বশেষ দুই মৌসুমে। ২০২২ সালে রান করেছেন মাত্র ৩০ গড়ে। ২০২৩ সালে চোটের কারণে খেলতে না পারা পন্ত গত মৌসুমে ১৩ ম্যাচে রান করেছেন ৪৪৬। স্ট্রাইক রেটে দুবারই ছিল দেড় শর বেশি।

তবে এখন আইপিএলে দেড় শ স্ট্রাইক রেটকেই গড়পড়তা বলে মনে করা হয়। পন্ত এই গড়পড়তা মানকেই ছাড়াতে পারেননি। হয়তো এসব কারণেই পন্তকে নিয়ে খুশি নয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। আবার অধিনায়ক হিসেবে টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ ছিলেন পন্ত। হতে পারে কোনো কিছু নিয়ে মতের অমিল হচ্ছে তাঁদের।

কারণটা যা,ই হোক, পন্তের আইপিএল ক্যারিয়ারের বড় অধ্যায়ের শেষ হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, নিলামেও তাঁর দিকে চোখ দেবে না দিল্লি। বরং গত মৌসুমে অধিনায়ক হিসেবে কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করা শ্রেয়াস আইয়ারকে দলে নেবে তারা। আইয়ার ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দিল্লিতে খেলেছেন।

পন্ত ও আইয়ার দুজনই আছেন মার্কি তালিকায়। কার দাম শেষ পর্যন্ত নিলামে কত ওঠে, সেটি জানতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ২৪ তারিখ পর্যন্ত। জেদ্দায় নিলাম শুরু সেদিন।

মেসি কেন বার্সেলোনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসির বিদায়ের ক্ষত এখনো শুকায়নি বার্সেলোনা,সমর্থকদের মন থেকে। ২০২১ সালে অর্থনৈতিক সংকটের জেরে চুক্তি নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে নাটকীয়ভাবে ভেঙে যায় মেসি,বার্সার প্রায় দুই দশকের সম্পর্ক। চোখের পানিতে বার্সাকে বিদায় জানিয়ে মেসি চলে যান প্যারিসের ক্লাব পিএসজিতে।

বার্সা ছাড়ার সময় অবশ্য আবারও ক্লাবটিতে ফিরে আসার ইচ্ছার কথা জানিয়ে রাখেন মেসি। এরপর ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে অবশ্য মেসির দ্বিতীয় মেয়াদে বার্সায় ফেরার জোর গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল।

একপর্যায়ে মেসির ফিরে আসাকে মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে যায় পরিস্থিতি, বার্সায় ফেরার পরিবর্তে মেসি চলে যান যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। যে কারণে মেসির ফেরার স্বপ্নটা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যায়।

তবে গত বছর না পারলেও এবার ঠিকই বার্সায় ফিরতে যাচ্ছেন মেসি। যদিও মেসির এই ফেরা একেবারেই ভিন্ন কারণে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম রেডিও কাতালুনিয়া জানিয়েছে, বার্সেলোনা ক্লাবের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মেসিকে। ২৯ নভেম্বর হবে বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানটি।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে'র উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে নেতাজী সুভাস ময়দানে সম্প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই ম্যাচে অংশ নিয়েছিল পুলিশ, সাংবাদিক ও আইনজীবীরা। ম্যাচে চারটি দল অংশ নিলেও জয়ী হয় 'এএসপি একাদশ',।

২০২৫ আইপিএল শুরু ১৪ মার্চ, পরের দুই আসরের তারিখও ঠিকঠাক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমন কিছু এর আগে কখনো দেখা যায়নি। শুধু ২০২৫ আইপিএল নয়, ২০২৬ ও ২০২৭ সালের আইপিএল কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে, সেটাও ঠিক করে ফেলা হয়েছে!

২০২৫ আইপিএল আগামী ১৪ মার্চ শুরু হয়ে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৫ মে। ২০২৬ আইপিএল শুরু হবে ১৫ মার্চ, শেষ হবে ৩১ মে, ২০২৭ আইপিএল ১৪ মার্চ শুরু হয়ে শেষ হবে ৩০ মে। শুরু ও শেষের তারিখ নির্ধারণ করে তিন মৌসুমের এই 'আইপিএল উইন্ডো' কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নথির নাগাল পাওয়া ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়েছে, উল্লেখ করা সময়টিকে 'উইন্ডো' বলা হলেও শেষ পর্যন্ত এটিই চূড়ান্ত হতে পারে।

সর্বশেষ তিন মৌসুমের মতো ২০২৫ আইপিএলেও ম্যাচ হবে মোট ৭৪টি। যদিও ২০২২ সালে ২০২৩,২৭ চক্রের সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রির সময় ৮৪ ম্যাচের কথা বলা হয়েছিল। নতুন স্বত্বের দরপত্র অনুযায়ী, ২০২৫ ও ২০২৬ আইপিএলে ৮৪ ম্যাচ এবং চক্রের শেষ বছর ২০২৭ সালে ৯৪ ম্যাচ হওয়ার কথা।

আইপিএল কর্তৃপক্ষ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জানিয়েছে, বেশির ভাগ আইসিসি পূর্ণ সদস্যদেশের খেলোয়াড়েরা পরবর্তী তিন বছর আইপিএলে খেলার বিষয়ে নিজ দেশের বোর্ড থেকে সম্মতি পেয়েছেন। তবে এর মধ্যে পাকিস্তান নেই। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্ক থাকায় ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম সংস্করণের পর এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলছেন না পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

আইপিএল কর্তৃপক্ষের পাঠানো সেই মেইলে যেসব দেশের বিদেশি খেলোয়াড়কে ২০২৫ থেকে ২০২৭ মৌসুমের মধ্যে পাওয়া যাবে, তা নিম্নরূপ;

অস্ট্রেলিয়া

২০২৫ আইপিএলের জন্য আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া;সব ক্রিকেটারকেই ছাড়পত্র দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ২০২৬ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সিএ জানিয়েছে, এই সিরিজ '১৮ মার্চের আগে শেষ হবে না।' এই সিরিজে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা এবং টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি,মার্চ) পর বিশ্রাম পাওয়া খেলোয়াড়েরা পাকিস্তান সফরের পর আইপিএলে যোগ দেবেন। ২০২৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মার্চে ইংল্যান্ডের সঙ্গে একটি টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এই ম্যাচের পর আইপিএলে যোগ দেবেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা।

ইংল্যান্ড

ইসিবি কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ১৮ জন খেলোয়াড়ের একটি তালিকা জমা দিয়েছে, যাঁদের আইপিএলের আগামী তিন মৌসুমেই পুরোপুরি পাওয়া যাবে। তবে এই তালিকায় ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকসের নাম নেই। ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলামেও তিনি অংশ নেননি। ২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের যেসব খেলোয়াড়কে পুরোপুরি পাওয়া যাবে;জফরা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জনি বেয়ারস্টো, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, স্যাম কারেন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, লিয়াম লিভিংস্টোন, ওলি পোপ, ম্যাথু পটস, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, ওলি স্টোন ও রিস টপলি।

ইসিবি জানিয়েছে, এই তালিকার কিছু খেলোয়াড় ২০২৫, ২০২৭ চক্রের মধ্যে 'চুক্তির বাইরে চলে যাবেন।' তবে চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় আইপিএলের জন্য পাওয়া যাবে তাঁদের। কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকা খেলোয়াড়দের পুরোপুরি পাওয়া যাবে আইপিএলের এই তিন মৌসুমে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে

এসব দেশের খেলোয়াড়দের পুরো আসরে পাওয়া যাবে।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) জানিয়েছে, ২০২৫ আইপিএলে তাদের খেলোয়াড়দের পুরো টুর্নামেন্টে পাওয়া যাবে। তাদের যেসব খেলোয়াড়কে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ধরে রাখবে, ২০২৬ ও ২০২৭ মৌসুমেও তাঁদের পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ১৩ জন ক্রিকেটারের একটি তালিকা পাঠিয়েছে। এসব খেলোয়াড়ের একেকজনকে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময় পাওয়া যাবে। তালিকায় নাম থাকা ক্রিকেটাররা হলেন;তাসকিন আহমেদ, লিটন দাস, মেহেদী হাসান, সাকিব আল হাসান, রিশাদ হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, শরীফুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা ও তানজিম হাসান।

শেবাগের ছেলের ব্যাটে ২৯৭ রান, বাবা বললেন ফেরারি মিস করলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ভালো খেলেছ আর্যবীর শেবাগ। ২৩ রানের জন্য ফেরারিটা মিস করলে। কিন্তু ভালো করেছ, ভেতরকার এই আগুনটা ধরে রাখো এবং আরও অনেক বড় সেঞ্চুরি, ডাবল ও ট্রিপল করো। খেলে যাও';বীরেন্দর শেবাগের আজকের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট।

আর্যবীর শেবাগ, নামেই নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন পরিচয়। হ্যাঁ, ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান বীরেন্দর শেবাগের বড় ছেলে। কথায় আছে না, বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই পরিচয়। আর্যবীরের ব্যাটিংয়েও তেমনি 'নজফগড়ের নবাব' এর ছাপটা স্পস্ট। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের চার দিনের টুর্নামেন্ট কুচবিহার ট্রফিতে দিল্লি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে মেঘালয়ার বিপক্ষে গতকালই ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে গিয়েছিল আর্যবীর।

ম্যাচের তৃতীয় দিনে সুযোগ ছিল সেটাকে ট্রিপল সেঞ্চুরি বানানোর। কিন্তু খুব কাছে গিয়েও হলো না। ২৯৭ রানে রুদ্র সিং রাঠোরের বলে বোল্ড হয়ে ফিরতে হয়েছে তাকে। তবে ফেরার আগে ব্যাটিংটা করে গেছে সে বাবার মতোই। ৩০৯ বলে ২৯৭ রানের এই ইনিংসে ছক্কা ছিল ৩টি, চার ৫১টি। স্ট্রাইক রেট ৯৬.১২। ইনিংসে বাউন্ডারির পরিমাণ ৭৪.৭৫। ১৮৬ বল ডট দিলেও ৬৩টি সিঙ্গেল ও ৬ বার ২ রান নিয়ে প্রান্ত অদল-বদলেও পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে ১৭ বছর বয়সী আর্যবীর।

শুধু ট্রিপল সেঞ্চুরি না পাওয়ার জন্য নয়, আর্যবীরের আফসোস হতে পারে আরও একটি কারণে। ২০১৫ সালে ভারতের সংবাদমাধ্যম

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্যবীরের বাবা এবং ক্রিকেট ইতিহাসেরই সবচেয়ে বিধ্বংসী ওপেনারদের একজন শেবাগ একটি তথ্য জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বলেছেন, 'স্কুলের ক্রিকেটেও যদি ৩১৯ রান পেরোতে পারো, তাহলে ফেরারি উপহার দিব।'

৩১৯? শেবাগের ভক্ত হলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, টেস্টে ১৮০ ইনিংসে ৪৯.৩৪ গড়ে ৮২.২৩ স্ট্রাইক রেটে ৮৫৮৬ রান করা সাবেক এই ওপেনারের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস সেটি। অর্থাৎ বাবাকে টপকে যেতে পারলে ফেরারি গাড়ি উপহার পেত আর্যবীর। কিন্তু ২৩ রানের দূরত্বে থেকে আউট হওয়ায় সেটি হলো না। রসিকতাপ্রিয় শেবাগ তাঁর সন্তানকে ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েই উৎসাহ দিয়েছেন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।

বাবার মতো আর্যবীর বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বড় রান না পেলেও কখনো নিজের ব্যাটিং স্টাইল পাল্টায়নি। বল মারার জিনিস;বাবার মতো আর্যবীরও এই দর্শনে বিশ্বাসী। তার তিন বছরের ছোট ভাইয়ের নাম বেদান্ত। আর্যবীর সম্পর্কে গত বছর শেবাগ টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলের বয়স ১৫ বছর এবং সে এরই মধ্যে আইপিএলে খেলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে।'

তবে সন্তানদের বাবার মতোই হতে হবে, এমনটাও মনে করেন না শেবাগ। ২০২৩ সালে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, 'আমি তাদের মধ্যে আরেকজন বীরেন্দর শেবাগ দেখতে চাই না। তারা বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া কিংবা ধোনি হতে পারে। কিন্তু ক্রিকেটারই হতে হবে, এমনটাও নয়। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ক্যারিয়ার বেছে নিতে পারে এবং আমরাও সাহায্য করব। কিন্তু আসল কথা হলো, ভালো মানুষ হতে হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় নেই।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**